৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

যাওয়া–আসার পথে পথে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ০৬ চৈত্র – ১২ চৈত্র, ১৪৩২ ঃ ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ , ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 21, 21 March - 27 March 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতের ৭৫ বছরের সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম কোনো

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানোর নোটিশ জমা পড়ল লোকসভা ও রাজ্যসভায়। দুই কক্ষ মিলিয়ে জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর প্রস্তাবে সই করেছেন ১৯৩ জন সাংসদ।

রবিবার : কূটনৈতিক জয় হল ভারতের। বিরোধীরা যখন ইরান

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া জানাতে চাপ দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদিকে তখন কূটনৈতিক দৌত্যে ইরানের সহযোগিতায় অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী পার করল দুটি ভারতীয় জাহাজ যাতে রয়েছে ৯২৭০০ টন রান্নার গ্যাস।

সোমবার : নানা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘোষিত হল পশ্চিমবঙ্গের

ভোট নির্ঘন্ট। দু দফায় ভোট হবে আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২ টি ও দ্বিতীয় দফায় ১৪২ টি আসনে ভোট হবে। গণনা হবে ৪ মে। ঘোষণার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আদর্শ আচরণ বিধি।

মঙ্গলবার : রাজ্য সরকারের আর্জি খারিজ করে বেলডাঙা

হিংসায় এনআইএ তদন্ত করতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখলো সুপ্রীম কোর্ট। কেস ডাইরি এনআইএ–র হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

বুধবার : পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ

ভাঙতে নির্দেশ দিলেও পরিকাঠামোর অভাব দেখিয়ে দায় এড়াচ্ছে জলাভূমি কর্তৃপক্ষ, কলকাতা পুরসভা ও সংলগ্ন পঞ্চায়েত। কেন্দ্র এ ব্যাপারে কি সাহায্য করতে পারে তা ৭ এপ্রিলের মধ্যে জানাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার: কলকাতায় প্রতীক জৈনের অফিস ও বাড়িতে ইডি

তল্লাশির সময় মমতা বন্দোপাধ্যায়ের জোর করে ঢুকে পড়াকে সুখকর পরিস্থিতি নয় বলে মন্তব্য করলো সুপ্রীম কোর্ট। বিচারপতিদের আশঙ্কা অন্যরা যদি একে অনুসরণ করে তা হলে কি হবে!

শুক্রবার: যুদ্ধ থামেনি। ব্যাহত হচ্ছে সরবরাহ। তাই ফের দাম

বাড়লো অটো এলপিজির। আগে বেড়েছিল ৫ টাকা, এবার বাড়লো ৮ টাকা। মেট্রোর চাপে এমনিতেই কোনঠাসা অটো। এখন জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় চালক–মালিক দুতরফই বিপাকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটের ভাগ্য ঝুলে আদালতেই

ওঙ্কার মিত্র

প্যান্ডেল খাটানো হয়ে গেছে। মঞ্চ তৈরি। তবলা, হারমোনিয়াম, গিটার, মন্দিরায় সুর বাঁধা চলছে। শিল্পীও গলা সাধতে শুরু করেছে। কিন্তু যারা শুনবে, বাহবা দেবে, মতামত জানাবে সেই দর্শক আসনই এখনও ভরেনি, অনেকটাই ফাঁকা। এবারের বাংলার ভোটের শুরুটা অনেকটা এইরকম। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থী তালিকা, দেওয়াল লিখন, পোস্টার–ব্যানার নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন, যে এই সুরে কথা লাগাবে সে গলা বাঁধছে সপ্তমে। তাদের প্রথম গান, 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।' ঠিক এই তালেই ভোট সন্ত্রাসকে বধ করতে বাংলায় অ্যাকশান শুরু করেছে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোট ঘোষণার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য সাজানো প্রশাসনিক বাগান তছনছ করে দিয়েছে কমিশন। পদে থাকা আইএএস, আইপিএস–দের ওলোটপালট করে কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছে এবারের ভোট উৎসবে কোনও চটুল সুর বরদাস্ত করা হবে না। উৎসবের সূচিও ঘোষণা করে দিয়েছে কমিশন। সেই সূচি অনুযায়ী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু–দফায় হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোট।

কিন্তু দর্শক আসন ভরানোর

কি হবে? উত্তর নেই শিল্পী বা বাজনদারদের কাছে। বাড়তি সব টিকিট এখন বিচার বিভাগের হাতে। তাদের স্ক্যানার পেরিয়ে শেষপর্যন্ত কতজন দর্শক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে তা এখনও অনিশ্চয়তায় ভরা। প্রথম চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেয়েছে ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ দর্শক অর্থাৎ ভোটার। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হিসাব অনুযায়ী দিনে গড়ে ১ লক্ষ আবেদনের বিচার হলেও ৬০ লক্ষের মধ্যে এখনও নাকি ২৬/২৭ লক্ষ টিকিটের চেকিং বাকি। প্রথম পর্বের ভোটের আর বাকি মাত্র ৩২ দিন। তার অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে মনোনয়ন পর্ব। ফলে ভোটের আগে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা একপ্রকার অসম্ভব। এর সঙ্গে জমা পড়বে আরও কিছু আবেদন। বিশেষ করে মতুয়ারা নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পেয়ে নিশ্চই নতুন করে আবেদন করবে ভোটার হওয়ার। মনোনয়নের আগেই সেই সব আবেদনের নিষ্পত্তি করতে হবে কমিশনকে। এত চাপের মধ্যে আদৌ সে কাজ সম্পন্ন হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় সর্বত্র। আবার চেকিংয়ে যারা বাদ পড়লো তাদের জন্য রয়েছে ট্রাইবুনালে যাওয়ার সুযোগ। মদ্দা কথা ভোট দেওয়ার মৌলিক অধিকারকে ঝুলিয়ে রেখে ভোট করা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে সব মহলেই জল্পনা তুঙ্গে।

সমস্ত আবেদনকারীর বিচার কবে শেষ হবে? যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হল তাদের তালিকা কবে বেরোবে? যারা অযোগ্য বলে চিহ্নিত হল তারা কত দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালে সুরাহা পাবে? যারা ট্রাইবুনাল থেকেও প্রত্যাক্ষাত হবে বা যারা ট্রাইবুনালে যাবে না তাদের ভবিষ্যৎ কি? প্রশ্ন অনেক, উত্তর অধরা। অবশ্য এখনও আশা ফুরিয়ে যায়নি। বাংলার এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আগামী ২৪ মার্চ শুনানী রয়েছে। সকলের আশা সেদিন বিচারপতিদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু উত্তর মিলবে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বাকি থাকা আবেদনকারীদের বিচার শেষ করে তবেই ভোটে যাওয়ার দাবি নিয়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও উঠছে একই দাবি। অর্থাৎ কমিশনের সূচি অনুযায়ী ভোট অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় এখন কাটেনি।

ডবল ইঞ্জিন

শক্তি ধর

শুধু ভারত নয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন চর্চার বিষয় 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'। টানা প্রায় ৫০ বছর দেশের শাসন ক্ষমতার বাইরে থাকা দলের রাজত্বে বাস করার পর পশ্চিমবঙ্গের অনেকে বলেন, এ রাজ্যের উন্নতি করতে হলে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন।

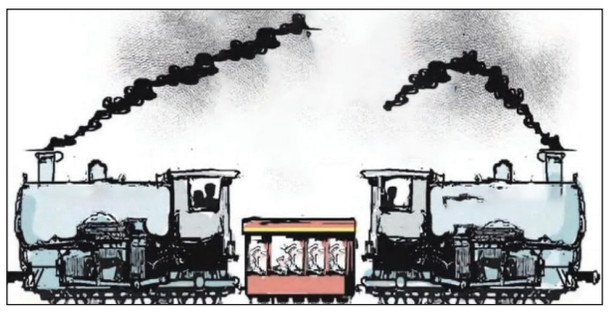

আবার অনেকের দাবী, লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করেই বাঁচতে চাই। যদিও ৩৪ বছরের এই জনপ্রিয় স্লোগানের মোহ যখন বাম রাজত্বের শেষে ভাঙলো তখন বাঙালি বুঝতে পারলো কতটা পিছিয়ে গিয়েছে তারা। অতীতের এই ব্যর্থতা ভুলে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙালি একসময় ঘুরে দাঁড়ালো। বদলে গেল শাসন, জাগলো নতুন আশা। কিন্তু রয়ে গেল সেই সিঙ্গল ইঞ্জিনের লড়াই। শোনা যাচ্ছে আজও সেই লড়ে নেওয়ার তীব্র আর্তনাদ। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে শহরে আছড়ে পড়া বাম আমলের মিটিং মিছিল ফের ফিরে এসেছে মা–মাটি–মানুষের বাংলায়। তবে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার মোটেই অধরা ছিল না। তার সময়কালও কিছু কম নয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭, এই ৩০ বছরের ২৫ বছর ধরে ডবল ইঞ্জিন সরকার চালিয়েছেন ৪ জন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী। ১৫.০৮.১৯৪৭ থেকে ১৪.০১.১৯৪৮ – ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ১৪.০১.১৯৪৮ থেকে ০১.০৭.১৯৬২– ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ০৮.০৭.১৯৬২ থেকে ০১.০৩.১৯৬৭– প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ১৯.০৩.১৯৭২ থেকে ২১.০৬.১৯৭৭– সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভায় ইতিমধ্যেই বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে। প্রার্থী হয়েছেন ডা. তরুণ আদক। সবেমাত্র প্রচার শুরু করেছেন তিনি। দুদিনের মধ্যেই বজবজ বিধানসভার কাশিপুর–আলমপুর এলাকার একটি গ্রামে ১৮ মার্চ রাত্রি ১০ টা নাগাদ বিজেপি কর্মী মুকুল চন্দ্র জানার পরিবারের উপর চড়াও হল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা মহিলাদের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার সহ জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরেরদিন ১৯ মার্চ বিজেপির প্রার্থী ডাক্তার তরুণ আদক আক্রান্ত পরিবারদের নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নোদাখালি থানায়। লিখিত অভিযোগে মুকুল চন্দ্র জানা জানিয়েছেন, ২৫ থেকে ৩০ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাদের বাড়িতে চড়াও হয় এবং স্ত্রী ও মেয়েকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। জিনিসপত্তর ভাঙচুর এবং একটি বাইকও ভাঙ্গা হয়। তৃণমূল আশ্রিত যে সমস্ত দুষ্কৃতিদের নামের উল্লেখ করেছেন মুকুলবাবু তারা হলেন সমিরন বারিক, জয়ন্ত রায়, বিট্টু দাস, বাপন দাস, আকাশ দাস, সৌরভ দোলুই। মুকুল বাবু অভিযোগে জানিয়েছেন, দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং যে সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরেই বাড়ছে ক্ষোভ

কুনাল মালিক

সম্প্রতি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক ব্যানার্জি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সেই প্রার্থী পথ ঘোষণার পর দলের অন্দরে ক্রমশ

ক্ষোভ–বিক্ষোভ বাড়ছে। বিশেষ করে কয়েকটি বিধানসভা উল্লেখযোগ্য। বাসন্তী বিধানসভায় সিটিং এমএলএ শ্যামল মণ্ডলকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশালকে। এর ফলে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সঙ্গী শ্যামল মণ্ডল ও তার অনুগামীরা যথেষ্টই হতাশ। অনেকেই বলছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মতো একটি বৃহৎ জেলার দায়িত্বে যখন আছেন নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল সভাধিপতি হিসেবে তখন আবার তাকে নতুন করে কেন বাসন্তীর প্রার্থী করা হল। কুলপি বিধানসভায় দীর্ঘদিন ধরে বিধায়ক আছেন মমতা ব্যানার্জির দুঃসময় থেকে যিনি পাশে ছিলেন যোগরঞ্জন হালদার। হঠাৎই তাকে প্রার্থী পদ থেকে সরিয়ে নতুন এক মুখ তুলে আনা হয়েছে যার নাম হচ্ছে বর্ণালী ধারা। এই ঘটনায় কুলপি বিধানসভায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কুলপি বিধানসভার দীর্ঘদিনের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার আগামীদিনে কি করবেন সে নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে তার অনুগামীরা। সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন মোহন চন্দ্র নস্কর। তাকেও এবার প্রার্থী তালিকায় রাখা হয়নি। মহেশতলা বিধানসভায় এবার বর্ষীয়ান দুলাল দাস কে প্রার্থী না করে তার পুত্র শুভাশিস দাসকে প্রার্থী করা হয়েছে। অন্যদিকে, বেহালা পশ্চিমকেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায় যিনি বেহালা পূর্বকেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। মহেশতলার তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক কর্মীকেই বলতে শোনা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের এখন পরিবার তন্ত্র শুরু হয়েছে। দুলাল দাস যিনি মহেশতলার বিধায়ক তিনি মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান তার ছেলেও পৌর প্রতিনিধি আছেন বর্তমানে, সেই পরিবারেরই ২ জন সদস্য এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চলেছেন। মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের বিধায়ক ছিলেন নমিতা সাহা।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রবীণেই ভরসা ঘাসফুলের, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে পদ্ম–কাস্তে

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাইভোল্টেজ কেন্দ্র 'সাগর' এখন খবরের শিরোনামে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই স্পষ্ট হল সাগর রক্ষা করতে তৃণমূলের বাজি সেই বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। টানা ৪ বারের বিধায়ক এবং বর্তমান সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর ওপর ৫ম বারের জন্য ভরসা রেখে তৃণমূল নেতৃত্ব বিরোধীদের বিরুদ্ধে শুরুতেই 'মাস্টারস্ট্রোক' দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল শিবিরের দাবি, সাগরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এখানকার মানুষের আবেগের নাড়ি বঙ্কিমবাবুর চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝেন না। কপিলমুনির আশ্রমের উন্নয়ন থেকে শুরু করে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতুর পরিকল্পনা প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মঙ্গলবার নাম ঘোষণার পরেই বঙ্কিমবাবু গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে জনসংযোগে নেমে পড়েন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিজেপি তাদের দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় সাগর কেন্দ্রের জন্য বড় চমক দিয়েছে। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির একমাত্র বিরোধী দলনেতা তথা উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমন্ত মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির। দলের

দাবি, সুমন্ত মণ্ডলের 'সত্যবাদী ও সাহসী' প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এলাকার শিক্ষিত ও তরুণ ভোটারদের টানতে সক্ষম হবে।

সাগরের ধবলাটের ঘরের ছেলে স্বপন সিংহকে প্রার্থী করে লড়াইকে ত্রিমুখী রূপ দিয়েছে সিপিআইএম। স্থানীয় ভোটারদের একাংশের মতে, স্বপনবাবু এলাকার দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ।

এরপর দুয়ের পাতায়

বাগদার মাটিতে 'বিভীষণ' ছায়া!

উন্নয়ন বনাম অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রশ্নের মুখে শাসকদল

কল্যাণ রায় চৌধুরী

২০২৬–এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাগদার রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘনীভূত হচ্ছে অনিশ্চয়তার মেঘ। শাসকদলের অন্দরেই 'বিভীষণ' তত্ত্ব নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে অভিযোগ, দলেরই একাংশের গোপন বিরোধিতা ও ব্যক্তিস্বার্থ ভবিষ্যৎ ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমান বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরকে ঘিরে এই আশঙ্কা নতুন নয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অতীতে যেমন প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ উপেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় ভূমিকা নিয়েছিল, তেমনই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত মিলছে বাগদার মাটিতে। উল্লেখযোগ্য, ব্যক্তিগত সততার প্রশ্নে দু'জনের বিরুদ্ধেই বড় কোনও অভিযোগ ওঠেনি, তবুও রাজনৈতিক সমীকরণ অনেক সময় ভিন্ন বাস্তবতা তৈরি করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, 'ভূমিপুত্র' তত্ত্বকে সামনে রেখে একাধিক নেতা নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। অভিযোগ উঠছে, দলের ভাবমূর্তি বা বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত অবস্থান মজবুত করাই যেন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি উন্নয়নের প্রকল্প ও বিভিন্ন তহবিলের ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন

অনেকে। যেখানে প্রকৃত কর্মীদের দাবি, বহু প্রয়োজনীয় কাজ বছরের পর বছর ঝুলে রয়েছে। গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায় ফুটে উঠেছে সেই হতাশার সুর, 'আমরা বিশ্বাস করে ভোট দিই, কিন্তু কাজের বেলায় সেই গুরুত্ব পাই না। অনেক দাবি জানিয়েও সুরাহা হয়নি।' 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'–এর মতো উদ্যোগ নিয়েও কিছু ক্ষেত্রে মানুষের

প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণের দাবি বারবার উঠলেও বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে। অভিযোগ, স্থানীয় স্তরের কিছু নেতার ব্যক্তিগত সমীকরণের জেরে উন্নয়নের কাজ আটকে যাচ্ছে।

তবে এই সমস্ত অভিযোগের মাঝেও আত্মবিশ্বাসী বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'ভূমিপুত্রের ইস্যু সব জায়গাতেই থাকে, তবে এতে কোনও সমস্যা হবে না। মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাগদার এই চিত্র শাসকদলের কাছে একটি সতর্কবার্তা। অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও তৃণমূল স্তরের ক্ষোভ নিরসন এখনই জরুরি। কারণ, বিরোধীদের চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি যদি দলীয় কোন্দল বাড়ে তবে তার প্রভাব সরাসরি নির্বাচনী ফলাফলে পড়তে পারে। ২০২৬–এর লড়াইয়ে তাই বাগদা শুধুই একটি কেন্দ্র নয়, বরং শাসকদলের সংগঠন ও জনসংযোগের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠছে। এখন দেখার, সময় থাকতে দলীয় নেতৃত্ব এই বার্তা কতটা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পদক্ষেপ নেয়।

নেতাজির 'চিতাভস্ম' ফেরানোর আর্জি খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী : লন্ডন প্রবাসী আশিস রায় যিনি শরৎ চন্দ্র বসুর নাতি তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধমন্দিরে তথাকথিত নেতাজির চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনাতে। তথাকথিত নেতাজি কন্যা 'অ্যানিটা'–র অনলাইন উপস্থিতিতেই সুপ্রীমকোর্টের তিন বিচারক বাতিল করেন শ্রী রায়ের এই আবেদন। 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনার আবেদনটি ফিরিয়ে নেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। অন্যতম বিচারক জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'অ্যানিটা' চিতাভস্ম আনার ব্যাপারে আবেদন করুন। এই কথা বলার পরেই মনু সিংভি দাবি প্রত্যাহার করেন। উল্লেখ্য, বৃহত্তর নেতাজি পরিবারের বিভিন্ন সদস্য নানা সময় চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন করে থাকেন। বসু পরিবারে নেতাজির দাদা শরৎ বসু, সুরেশ বসু, ডা: সুনীল বসু কেউই তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প বিশ্বাস করেন নি। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশন তথ্য প্রমাণ সহ জানিয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং নেতাজির মৃত্যু হয়নি। ওই চিতাভস্ম আদৌ নেতাজির নয়।

বসু পরিবারের একাংশ বারংবার মিথ্যা 'চিতাভস্ম' আনার জন্য দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। এমনকী রাজ্যসভার তৎকালীন সাংসদ জহর সরকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে মিথ্যা 'চিতাভস্ম' ফিরিয়ে আনার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজার কি বটম তৈরির পথে?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে বুধবার শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অনুযায়ী ন্যাশনাল সূচক নিফটির উপরের দিকে ২৪,৬০০ থেকে ২৪,৮০০ লেভেলে রেজিস্টেন্স আছে এবং নিচের দিকে ২৩,৪০০ লেভেলে ভালো সাপোর্ট আছে আর যখন এই লেখা লিখছি তখন নিফটি ২৩,৭৮৫ অর্থাৎ বাজার আমরা যে রেঞ্জ বলেছিলাম তার মধ্যেই রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে এখনো পর্যন্ত আমেরিকা ও ইসরাইলের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্য কোন দেশ অংশগ্রহণ করেনি এবং এই অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় থাকা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে সেটা অনেকটাই শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করবে। বিশেষ করে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে অনেক বড় বড় ফান্ড হাউস পজিশনগুলো পাল্টায়। কাজেই ভোলাটিলিটি অনেকটাই রয়েছে এবং ভিক্স যেটা ১২ এর কাছাকাছি দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেটা বেড়ে গিয়ে ২০-র কাছাকাছি হলেও সেখান থেকে বড় রকম পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ফেড মিটিং এবং ব্যাংক অব জাপানের সুদ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে। অনেকেরই প্রশ্ন বাজারের কি বটম তৈরি হয়ে গিয়েছে বা বাজার যদি নিচের দিকে যায় তাহলে আর কতটা যাবে। বিগত বছরগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি যখনই বাজারে বড় পতন এসেছে সে ক্ষেত্রে মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদই বটম তৈরি হয়েছে এবং তারপরেই বাজার উপরের দিকে গিয়েছে। অতীতের এই পরম্পরা আমাদের মনে আসা তৈরি করছে যে বাজারের এই ডাউন ট্রেন্ড হয়তো আর দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গত সপ্তাহে যে রেঞ্জ সেটাই এখনও আগামী সপ্তাহের জন্য ভ্যালিড। দেখা যাক মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমস্যা ভারতীয় শেয়ার মার্কেটকে নতুন করে আর বিড়ম্বনায় না রেখে আবার উপরে যেতে পারি কিনা।

ভারত-ইউএস ট্রেড ডিল-২০২৬ এবং অন্যান্য এফটিএ-এর উপর একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সেশন কলকাতার দ্য পার্ক হোটেলে কলকাতা চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি হিসাবে আইএএস ডঃ কৃষ্ণ গুপ্ত এবং সম্মানিত অতিথি হিসাবে ছিলেন সঞ্জীব নন্দওয়ানির সাথে। ইভেন্টটি উদীয়মান বাণিজ্য সুযোগ এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করতে শিল্প নেতাদের একত্রিত করে। আকর্ষক আলোচনা এবং অর্থপূর্ণ নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়।

খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্র প্রকাশিত 'গোপন নেতাজি' ফাইলে যে সমস্ত নথিপত্র পাওয়া গেছে তাতে স্পষ্ট নেতাজির তথাকথিত কন্যা 'অ্যানিটা পাফ্' আইনগত কিংবা জৈবিকভাবে আদৌ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জড়িত নন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে নেতাজি গবেষকদের সংগঠন নেতাজি চেতনা মঞ্চ ও আজাদ হিন্দ পিপলস্ মিশনের তরফে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে যাতে নেতাজির তথাকথিত মৃত্যুর তারিখ ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সরকারিভাবে বাতিল করা হয় এবং ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

গবেষকরা মনে করছেন সুপ্রিম কোর্টের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কারণে আগামী দিনে বসু পরিবারের কয়েকজনের ছাইভস্ম ও 'অ্যানিটা পাফ্'কে নিয়ে মিথ্যা কথার বাতিক প্রশমিত হবে।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে

প্রথম পাতার পর

এদিন নোদাখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী ডা. তরুণ আদক বলেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করতে হবে তা না হলে ২০ মার্চ আবার আমরা নোদাখালী থানায় ধরনায় বসবো। ১৯ মার্চ বিকেলে ডাক্তার তরুণাদক জানান, পুলিশ নাকি ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই প্রসঙ্গে শাসক দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, বিজেপির এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। সারা বছর মানুষের পাশে ওরা থাকে না। ভোট এলেই ওদের নাটক শুরু হয়ে যায়।

প্রবীণেই ভরসা

প্রথম পাতার পর

নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ শাসক ও প্রধান বিরোধী দল— উভয় পক্ষকেই চিন্তায় রাখতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাগরে এবার লড়াইটা হতে চলেছে 'উন্নয়ন বনাম নতুন মুখের'। তৃণমূল যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সেখানে বিজেপি ও বামেরা মূলত শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগাতে চাইছে। ইতিমধ্যেই সাগরের আনাচে-কানাচে শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল লিখন। কোথাও ঘাসফুলের জোড়াফুল, কোথাও পদ্ম আবার কোথাও কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। তিন দলের প্রার্থীরাই পুজো দিয়ে জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন।

কোল ফিল্ডে ৬৬৪ সার্ভেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোল ইন্ডিয়ার সহায়ক সংস্থা মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেড জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সির্দার ও সার্ভেয়র পদে ৬৬৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র ওভারম্যান: মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলে আর ডি.জি.এম.এস. থেকে ওভারম্যান্স কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা ডি.জি.এম.এস. থেকে বৈধ ওভারম্যান, বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও বৈধ ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলেও যোগ্য। বেসিক মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ : ১৯২টি (জেনাঃ ৭৭, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ২৯, তঃউঃজাঃ ৪৯, ই.ডব্লু.এস. ১৮)।

মাইনিং সির্দার: মাধ্যমিক পাশরা ডি.জি.এম.এস. থেকে বৈধ মাইনিং সির্দারশিপ সার্টিফিকেট, বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও বৈধ ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলে যোগ্য। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের-ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ডি.জি.এম.এস.এর দেওয়া ওভারম্যান কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট আর বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলে আবেদন করতে পারেন। বেসিক মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ৪৪৮টি (জেনাঃ ১৭৬, ই,ব্রু.এস. ৪৩, ও.বি.সি. ৬৬, তঃজাঃ ৭৮, তঃউঃজাঃ ৯৬)।

সার্ভেয়র টি অ্যান্ড এস গ্রেড-বি (মাইনিং): উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা ডি.জি.এম.এস. অনুদানকৃত সার্ভেয়র সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভেয়িংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ডি.জি.এম.এস.এর দেওয়া সার্ভেয়র সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। মূল মাইনে মাসে ৫১,১০৩.১২ টাকা। শূন্যপদ : ২৪টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২৪)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৬-৪-২০২৬-র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নং: MCL/HQ/Recruitment/Statutory/2026/120, Date 21-2-2026.

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে টেকনিক্যাল বিষয়ে ৮০ নম্বর আর জেনারেল অ্যাওয়ারনেস/অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে ২০ নম্বর। সফলদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০% (তপশিলী হলে ৩০% ও.বি.সি. হলে ৩৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। নেগেটিভ মার্কিং নেই। কোনো ইন্টারভিউ নেই।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শরীর নিয়ে নানা কথা

স্ট্রেস, ঘুম ও সুগার: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ত্রিভুজ

সোমনাথ পাল : ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই প্রথমে ডায়েট নিয়ে ভাবেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, শুধু খাবার নয়—ঘুমের মান এবং মানসিক চাপও সুগার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমনই মতামত দিয়েছেন সিনিয়র ডায়াবেটোলজিস্ট ডা. আশীস মিত্র(এমডি, এমআরসিপি, ইউকে)। তিনি জানিয়েছেন, অনেক রোগী নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও ফাস্টিং সুগার বেশি থাকে। এর কারণ অনেক সময় খাবারে নয়, বরং খারাপ ঘুম ও অতিরিক্ত স্ট্রেসে লুকিয়ে থাকে।

ঘুমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা- মেটাবলিক ব্যালান্স বজায় রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা ভালো ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন। ঘুম কম হলে বা বারবার ভেঙে গেলে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সুগার নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয়।

যে সমস্যাগুলো আমরা অনেক সময় গুরুত্ব দিই না— নাক ডাকা বা সম্ভাব্য স্লিপ অ্যাপনিয়া, রাতে পায়ে টান ধরা, পায়ে জ্বালাপোড়া (ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে), রাত ১১টার পর ঘুমোতে যাওয়া, মাঝরাতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়া।

ঘুমের অভাবে শরীরে কর্টিসল নামে স্ট্রেস হরমোন বেড়ে যায়। রাতে কর্টিসল বেশি থাকলে ভোরবেলা সুগার বেড়ে যায়—এটিকে 'ডন ফেনোমেনন' বলা হয়। দেরিতে রাতের খাবার খাওয়া ও দেরিতে শোওয়া বদহজম ও অ্যাসিডিটির ঝুঁকি বাড়ায়। এতে স্ট্রেস বাড়ে, সুগারও বাড়ে। রাতে অ্যালকোহল খেলে মাথাব্যথা, গ্যাসের সমস্যা এবং কর্টিসল বৃদ্ধি হতে পারে—ফলে ফাস্টিং সুগার আরও খারাপ হয়।

কর্টিসলের ভূমিকা

এই 'মারাত্মক ত্রিভুজ'-এর কেন্দ্রে রয়েছে কর্টিসল। স্ট্রেস, খারাপ ঘুম, রাতে সুগার কমে যাওয়া (নকটার্নাল হাইপোগ্লাইসেমিয়া), অ্যালকোহল বা বদহজম—এসব কারণে কর্টিসল বাড়ে এবং ফাস্টিং সুগারও বেড়ে যায়। ইনসুলিন নেওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় রাতে অজান্তে সুগার কমে যেতে পারে। অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখা, অতিরিক্ত ঘাম, অস্থিরতা বা অকারণ উদ্বেগ—এসব লক্ষণ নকটার্নাল

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ইঙ্গিত হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় শরীর প্রতিরক্ষামূলক হরমোন নিঃসরণ করে, কর্টিসল বাড়ে এবং সকালে সুগার বেশি পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, বেশি স্ট্রেস যেমন সুগার বাড়ায়, তেমনই মাঝরাতে সুগার কমে গেলেও পরদিন সকালে সুগার বেশি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞের মতে স্ট্রেস-ঘুম-সুগারের এই চক্র ভাঙতে কিছু সহজ কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস জরুরি। নিয়মগুলি হল : ১. রাতের খাবার সন্ধ্যা ৭-৮টার মধ্যে সেরে ফেলুন, ২. বিশেষ করে রাতে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন, ৩. অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাবার ও সফট ড্রিংকস কমান, ৪. রাতের খাবারের পর অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটুন, ৫. পায়ে টান বা জ্বালাপোড়া থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে ম্যাগনেসিয়াম ও বি-ভিটামিন নেওয়া যেতে পারে, ৬. সন্ধ্যা ৬টার পর কফি এড়িয়ে চলুন, ৭. শোওয়ার আগে ফিঙ্গার-প্রিক টেস্টে সুগার পরীক্ষা করুন, যাতে রাতে সুগার কমছে কিনা বোঝা যায়, ৮. রাত ৮টার পর অতিরিক্ত জল খাবেন না, যাতে বারবার ঘুম না ভাঙে, ৯. রাতের খাবারে কার্বোহাইড্রেট সীমিত রাখুন, ১০. ভারী সন্ধ্যার নাশতা এড়িয়ে চলুন, প্রয়োজনে ডিনারের সময় এগিয়ে আনুন।

এই সহজ পদক্ষেপগুলো নিয়মিত মানলে সুগার নিয়ন্ত্রণে বাস্তব উন্নতি দেখা যায়।

ব্যবসায়িক বিশ্বে নারীদের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডব্লুডব্লুডব্লু কনক্লেভ ব্যবসায় কর্মরত নারী বিশ্ব স্পটলাইট বিএফএসআই, ফিনটেক, অবকাঠামো, খনি, ধাতু, শক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর জুড়ে নারী পেশাদারদের দক্ষ করে তোলে। প্রদর্শন করে যে কীভাবে নারীদের অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংগঠনিক ফলাফলকে শক্তিশালী করে।

প্রকৃত নেতৃত্বের যাত্রায় মূলে থাকা, কনক্লেভ প্রভাব, ব্যবসায়িক মূল্য এবং জটিল পরিবেশ, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং শাসনের চ্যালেঞ্জ নেভিগেট করার বাস্তবতার উপর ফোকাস করার জন্য সমর্থনের বাইরে চলে যায়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৫-এর সাথে একত্রিত, কনক্লেভ মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির সুবিধাভোগী হিসাবে নয় বরং স্থিতিস্থাপক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অপরিহার্য অবদানকারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করাকে একটি কৌশলগত বাধ্যতামূলক করে তোলে। উপস্থিত ছিলেন অর্ণব চক্রবর্তী, দেবী নায়ার, ঋতু লোহিয়া, শ্রুতি আগরওয়াল এবং অন্যান্য সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

১৯ মার্চ কলকাতার বি সি রায় অডিটোরিয়ামে 'বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার-২০২৫' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনের করা হয় পূর্ব রেলের তরফ থেকে। অনুষ্ঠানে সেবা পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে ৭০ তম রেল সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর, সভানেত্রী সীমা দেওস্কর, অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ ও অন্যান্যরা। ছবি : প্রীতম দাস

অন্দরেই বাড়ছে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

হঠাৎ করে এবারে তাকে সরিয়ে তুলে আনা হয়েছে বয়সে নবীন শর্মিষ্ঠা পুরকাইতকে। এই প্রার্থী তালিকার এই প্রার্থীর ক্ষেত্রেও মগরাহাট পূর্বকেন্দ্রে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

প্রার্থী ঘোষণার পরে ভাঙ্গড় এবং ক্যানিং পূর্বে রীতিমতো রাস্তা অবরোধ, টায়ার জ্বালানো সহ নানা বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। তবে এসবই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লাকে এবারে ভাঙ্গর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে। বাহারুল ইসলামকে ভাঙ্গড় থেকে এনে ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী করা হয়েছে। ক্যানিং পূর্বের শওকাত অনুগামীরা রীতিমতো রাস্তা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে যে তাদের শওকাত মোল্লাকে ক্যানিং পূর্বেই প্রার্থী করতে হবে।

অন্যদিকে, ভাঙ্গরে শওকাত মোল্লাকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করায় তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের কর্মী এবং প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম ক্ষোভে দল ছেড়ে আইএসএফ এ যোগদান করেছেন। সূত্রের খবর আরো ২-১ দিনের মধ্যেই আরো বিধানসভা কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে বড় কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে।

ডবল ইঞ্জিন

প্রথম পাতার পর

এই পুরো সময়টাতেই কেন্দ্রে রাজ্যে রাজত্ব করেছে কংগ্রেস।

এই সময় প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন যথাক্রমে জহর লাল নেহেরু, গুলজারিলাল নন্দা, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধী। এই ডবল ইঞ্জিনের বাংলাতেই আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের রাজত্ব। এই রাজত্বের মুকুটে রয়েছে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, নগর পরিকল্পনা, সুষ্ঠ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পালক। আবার এই জোড়া কংগ্রেস আমলেই এসেছে ভূমি সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, চীনা আগ্রাসন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে খাদ্য সংকট।

এক সময় এই রাজত্বও যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন বাংলায় শুরু হল রাজনীতির নতুন অধ্যায়- সিঙ্গল ইঞ্জিনের প্রতিবাদী রাজত্ব। শুরু হল কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের ধারাপাত। এই সংঘাতই হয়ে উঠল বঙ্গীয় রাজনীতিকদের সংগ্রামের ক্যারিশমা দেখাবার হাতিয়ার, নেতাদের বিপ্লবীয়ানা। আর এই বিপ্লব সংগ্রামের চক্করে বাঙালি হারালো তার রুটি, রুজি, সংস্কৃতি। কর্মসংস্থানের এপিসেন্টার কলকাতা হারালো তার গরিমা। শেখানো হল বাংলা ও বাঙালিকে দেশের অন্যরা কেউ দেখতে পারে না। বাঙালি ভারতের কর্মক্ষেত্রে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থেকে হারিয়ে গেল। অথচ দুই সিঙ্গল ইঞ্জিনই কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েও রাখতে পারেনি। বার বার দেশের ক্ষমতা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এসেছে বাঙালি। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে বাঙালির একমাত্র গর্বের পরিচয়। ফলে অর্থনীতির বিশ্বায়ন, ভ্যাট, জিএসটি-র সুযোগ পেয়েও পিছিয়ে পড়তে হল বাংলাকে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই করার ক্লান্তির ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে। দুই আমলেই এই লড়াইয়ের প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বঞ্চনা। অথচ শেষ ১৫ বছরে এই দাবিটাই পাল্টে গেল। রাজ্যে আটকে দেওয়া হল একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম ধাম বদলে বরাদ্দ না পাওয়ার পথ প্রশস্ত করা হল। স্বপ্ন দেখানো হল, কাউকে দরকার নেই, বাঙালি নিজেই নিজেরটা বুঝে নিতে পারবে। বাংলায় রাজনীতির এ এক নতুন আঙ্গিক। শেষ পর্যন্ত কিন্তু হিতে বিপরীত হল। শিক্ষক, ডাক্তার, কর্মচারী পথে নামলো বঞ্চনার দাবি নিয়ে, ফুলে ফেঁপে উঠলো দুর্নীতি।

সামনে ফের বাংলার নির্বাচন। ফের সিঙ্গল বনাম ডবল ইঞ্জিনের লড়াই। অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন করতে শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের অ্যাকশন। শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির তাল ঠোকাঠুকি। সকলেই জনগণের দিকে তাকিয়ে। বঙ্গবাসী ৫০ বছর আগের ডবল ইঞ্জিন ফিরিয়ে আনবে নাকি সিঙ্গল ইঞ্জিনেই লড়াই চালিয়ে যাবে তা বলে দেবে আগামী ভোটের ফল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০২৬

মেষ রাশি : একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম, সাহস এবং কর্মদক্ষতা একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অতিরিক্ত খরচ সমস্যার কারণ হতে পারে। সঠিক সময় বন্টন এই সপ্তাহে আপনাকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখবে।

বৃষ রাশি : আপনার বেশিরভাগ কাজ খুব বেশি বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে। পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের সমর্থন এবং নির্দেশনা বাড়িতে শান্তি বজায় রাখবে। আপনি কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ পেতে পারেন। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। যেকোনো কাজ শুরু করার আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

মিথুন রাশি : সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি এই সপ্তাহে আপনাকে সতেজ রাখবে। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ফল দেবে। শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার, কর্মজীবন বা প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্কট রাশি : ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তাড়াহুড়ো এবং আতঙ্ক কোনো কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

সিংহ রাশি : যোগাযোগ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান হতে পারে। নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন তথ্য অর্জন আপনার জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। তরুণ-তরুণী এবং শিক্ষার্থীদের তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। সময়টি অনুকূল, তাই এটিকে বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

কন্যা রাশি : পারে। নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা, ভ্রমণ করা এবং পছন্দের কাজ করা আপনাকে নতুন করে শক্তি জোগাবে। ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো কঠিন কাজ সহজ হয়ে যেতে পারে। অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি কেবল তাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেবে। লটারি, জুয়া এবং ফটকাবাজির মতো কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকুন।

তুলা রাশি : পরিবারের কোনো সদস্য আপনার উপর অসন্তুষ্ট থাকলে, তাদের শান্ত করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। গ্রহের অবস্থান অনুকূল, এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে। অর্থ বিনিয়োগ করা ক্ষতিকর হতে পারে। সন্তানদের কাছ থেকে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করা বা তাদের উপর খুব বেশি বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : দাতব্য কাজে ব্যয় হতে পারে এবং এটি আপনাকে আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেবে। চলমান প্রচেষ্টাগুলো আর্থিক বিষয়ে সাফল্য আনবে। বন্ধু এবং সহকর্মীদের পরামর্শে আপনি আপনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন।

ধনু রাশি : বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, যা ভবিষ্যতে সফল প্রমাণিত হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধ কারো মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। আত্মীয়স্বজন এবং বাইরের লোকদের সাথে আপনার আলাপচারিতায় ভদ্রতা এবং সৌজন্য বজায় রাখুন।

মকর রাশি : বাড়িতে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হবে এবং আপনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যেকোনো অমীমাংসিত কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে। চিন্তা না করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলতে পারে। কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় দেখা দিতে পারে যা কাটানো কঠিন হবে।

কুম্ভ রাশি : আপনার কঠোর পরিশ্রম পরিস্থিতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার অনুকূলে এনেছে। এই সপ্তাহে, আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনার বিরোধীরা দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে।

মীন রাশি : আপনি কোনও নির্দিষ্ট প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। এটি আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে এবং নতুন সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। কোনও কাজের জন্য ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আপনার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। কিছু ব্যয় দেখা দেবে যা কাটানো অসম্ভব হতে পারে। বিপরীত মেজাজের কিছু লোক আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৮৩

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৬				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. নমস্কার জ্ঞাপন, বন্দনা ৪. জমা-খরচের খাতা ৬. ধংসন ৮. উপনয়নে যে নারী ভিক্ষা দেন ৯. (আল) অস্পষ্টতা ১১. পান্থনিবাস ১৩. লজ্জা, হায়া ১৫. শাস্তির নিয়ম বা আইন।

উপর-নীচ

১. বিপুল, অপরিসীম ২. বক্তা ৩. নচেৎ, অন্যথায় ৫. একধরনের আতশবাজি ৭. মনোযোগপূর্ণ ১০. আগমন, আসা ১২. উক্তি ১৪. এটা ঘোরালেই তালা খোলে।

সমাধান : ৩৮২

পাশাপাশি : ১. নরবর ৪. জলহাওয়া ৫. পরিবেশ ৭. অভিরাম ৯. স্বভাবকবি ১০. লবেজান।
উপর-নীচ : ১. নবদ্বীপ ২. রজনীশ ৩. খাওয়াপরা ৬. রিকথভাক ৭. অনাবিল ৮. মহাজন।

জেলায় বাড়ছে মহিলা বুথের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : এ রাজ্যে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬–এ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক অরবিন্দ কুমার মিনা নিয়ন্ত্রণে থাকা ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিচারাধীন ভোটারসহ মোট পুরুষ ভোটার ৩৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৯৩ এবং মহিলা ভোটার ৩৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২৮ জন মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ৭৭ লক্ষ ৬২ হাজার ২৯৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ২৭৭ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট বিচারাধীন ভোটার রয়েছেন ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৪২ জন। জেলায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৮,৮৭৪টি। যেখানে যেমন প্রয়োজন হবে সেখানে তেমন সহায়ক পোলিং স্টেশন তৈরি হবে। মোট মহিলা পরিচালিত কেন্দ্র ২,৩২৩টি। মোট 'মডেল পোলিং স্টেশন' তৈরি হচ্ছে ৩১টি। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে মডেল পোলিং স্টেশন তৈরি হবে। শারীরিক অক্ষমদের জন্য থাকছে ২০টি কেন্দ্র। কোনও বুথে ১২০০–র বেশি ভোটার হলে সেখানে অতিরিক্ত বুথ তৈরি হবে। তবে জেলায় এমন বুথের সংখ্যা অনেকটাই কম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে বলে জেলার ডিইও জানান। জেলায় মোট প্রশিক্ষিত নির্বাচনী কর্মী রয়েছেন ৫৯ হাজার। জেলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে একটি করে নমিনেশন

ভেন্যু তৈরি হবে। ডিইও জানান, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের কনট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট সংখ্যায় এই জেলাকে দিয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ের মেশিন চেকিংও হয়ে গিয়েছে।

আদিবাসীদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতনে : কারখানার ধুলো আর বিকট শব্দে অতিষ্ঠ জনজীবন, তার ওপর কৃষিজমি ও সেচ ক্যানেল বুজিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। এই একাধিক দাবিতে ১৮ মার্চ দুপুরে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবুনি আদিবাসী গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। এলাকার ইন্ডিয়াস্পান পাইপ এন্ড ইন্ডাস্ট্রি নামক একটি পাইপ কারখানার সামনে লাভপুর–বোলপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

আন্দোলনকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ মূলত এলাকার নবনির্মিত ওই পাইপ কারখানার দিকে। তাদের প্রধান অভিযোগগুলি হল: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দূষণ: কারখানার ঠিক পাশেই রয়েছে একটি

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বাসিন্দাদের দাবি, ইন্ডিয়াস্পান পাইপ এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কারখানার ধুলোর কারণে বাইরে রান্না করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে সেন্টারের ভেতরেই রান্নার কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়া মেশিনের বিকট শব্দে শিশু ও স্থানীয়দের স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি হচ্ছে। এই পাইপ কারখানাটি তৈরি হয়েছে ফসলি জমির ওপর। শুধু তাই নয়, চাষের কাজে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ ক্যানেল বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কৌশিক মুখার্জি নামে এক ব্যক্তি প্রায় সাড়ে ৭ বিঘা জমিতে বর্গা উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক মাটি ভরাট করে প্রাচীর দিয়ে দিয়েছেন। এমনকি স্থানীয় একটি পুকুরও ভরাট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই জবরদখল ও দূষণের প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

বুধবার দুপুর থেকে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলারা তীর–ধনুক ও লাঠিসোঁটা নিয়ে কারখানার সামনে রাস্তা অবরোধ করেন। এর ফলে লাভপুর–বোলপুর রুটে দীর্ঘক্ষণ যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা জানান, যতক্ষণ না আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ এই পথ অবরোধ চলবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিনিকেতন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

বাসন্তীতে প্রচারে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : প্রথম থেকেই সপাটে ব্যাট চালাতে শুরু করেছে বিজেপি। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র। একদা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। বিগত দিনে গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর থেকে শুরু করে শ্যামল মণ্ডল প্রার্থী হয়ে জিতেছিলেন। প্রতিবারই ভূমিপুত্র নিয়ে কথা উঠতো দলের অন্দরেই। ২০২৬–এ নতুন মুখ প্রার্থী করেই সব জল্পনার অবসান ঘটালো শাসক দল। প্রার্থী হয়েছেন জেলা সভাধিপতি নিলীমা বিশাল মিস্ত্রী। প্রার্থী পদ ঘোষণা হলেও সেভাবে নির্বাচনী প্রচারে নামেননি। তবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মুহূর্ত থেকে জন সংযোগ এবং

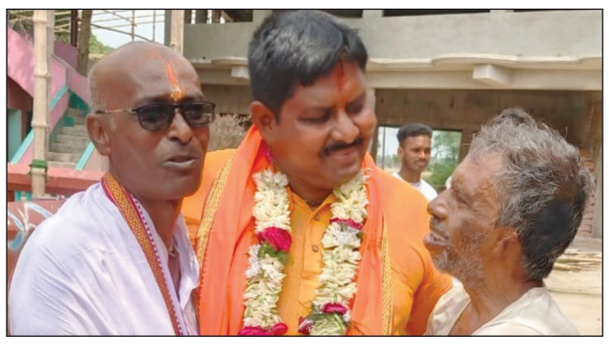

প্রচারের ময়দানে ঝড়ের গতিতে নেমে পড়েছেন বাসন্তীর ভূমিপুত্র বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার। প্রতিদিনই প্রচারে ঝড় তুলছেন বিকাশ। প্রচারে তিনি বলছেন, 'এ লড়াই শুধু বাসন্তী নির্বাচন কেন্দ্রে বিকাশ সরদারের লড়াই নয়। বরং এ লড়াই কচিকাঁচা, নরনারী, মা, ভাই, বোন, আবাল, বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াই। আগামী ভবিষ্যতের যারা কান্ডারী নারী তাঁদের কন্যার সুরক্ষার লড়াই।এটাই শেষ ট্রেন। তাই ঘরে বসে থাকবেন না, চিন্তা ভাবনা করবেন না। অভাব, অভিযোগ, বিভেদ, প্রভেদকে চূর্ণ করে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুক চিতিয়ে লড়তে হবে বন্ধু। বাসন্তী সহ বাংলার সমস্ত জায়গায় ফোটাতে হবে পদ্ম। তাহলেই তো তৃণমূল হবে জব্দ। ফলে শেষ ট্রেনের যাত্রী আমরা। এবারেই তৃণমূল কে ফিনিশ করতেই হবে। কারণ আর সময় হবে না। শেষ ট্রেনের পর আর কোন ট্রেন থাকবে না।' বিকাশের দাবী তিনি বাসন্তী থেকে জিতবেন সে বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত।

তৃণমূলের দুর্গ কি অটুট রাখতে পারবেন সোমাশ্রী বেতাল?

কুনাল মালিক, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র হল সাতগাছিয়া। এই কেন্দ্রটি একদা 'লাল দুর্গ' হিসাবে পরিচিত ছিল। এই কেন্দ্র থেকেই জ্যোতি বসু ৫ বার জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালে তৃণমূলের দাপুটে নেত্রী সোনালি গুহ লাল দুর্গের পতন ঘটান। তারপর টানা ৪ বার এই কেন্দ্র থেকে জিতে সোনালী গুহ একটি রেকর্ড করেন। কিন্তু ২০২১ সালে তাকে প্রার্থী না করে তৃণমূল কংগ্রেস মোহন চন্দ্র নস্করকে প্রার্থী করেন। এবার তৃণমূল জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র শিল্প ও অচিরাচরিত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সোমাশ্রী বেতালের ওপরই আস্থা রাখলো। এখন প্রশ্ন তৃণমূলের এই শক্ত দুর্গকে কি অটুট রাখতে পারবেন সোমাশ্রী বেতাল? তার আগে দেখে নেওয়া যাক ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। তখন ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৫৮,৬১৩ জন। তৃণমূল কংগ্রেসের মোহন চন্দ্র নস্কর পেয়েছিলেন ১,১৮,৬৩৫টি ভোট। প্রায় ৫০.৭ শতাংশ ভোট। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির চন্দন পাল তিনি পেয়েছিলেন ৯৫,৩১৭ টি ভোট। শতাংশ ছিল ৪০.৭। আর তৃতীয় স্থানে ছিল সিপিএম প্রার্থী গৌতম পাল যিনি পেয়েছিলেন ১৬,২২০টি ভোট। অর্থাৎ ৬.৯ শতাংশ ভোট। বর্তমানে এসআইআরের পর সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে প্রায় এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২৫–২৭ হাজার বাদ গিয়েছে। এখনও বিচারাধীন কয়েক হাজার ভোটার। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মোহন চন্দ্র নস্কর ২৩ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোমাশ্রী বেতালের স্বামী নবকুমার বেতাল যিনি বিষ্ণুপুর

২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এবারের জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী। তিনি জানান, 'আমি ১০০ শতাংশ আশাবাদী আমরা অবশ্যই জিতছি। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকে আপনাদের দলীয় কোন্দল আছে তাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই কি সম্ভব হবে? তিনি হাসতে হাসতে বলেন, দেখুন ডানপন্থী দলে এসব টুকটাক হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াই করব। এবং শেষ জয়ের হাসি হাসবে তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা বিজেপিকে মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না। তাছাড়া আমরা ২৪ ঘন্টা মানুষের পাশে থাকি সারা বছর মানুষের সুখে–দুঃখে আনন্দে সমস্যায় আমরা পাশে থাকি আমরা শুধুমাত্র ভোটের সময় রাজনীতি করি না। তাই মানুষের আশীর্বাদ–দোয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বিগত দিনে সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে সেটা মানুষ স্বচক্ষে দেখছে। রাস্তাঘাট, পরিবহন, বাবা বড়কাছারি তীর্থধামসহ সমস্ত কিছুর উন্নয়ন হয়েছে। পানীয় জলের যে সমস্যা ছিল তা অধিকাংশই প্রায় মিটে গেছে আগামীদিনে যেটুকু সমস্যা আছে তাও মিটে যাবে। ইতিমধ্যেই বেকার যুবক–যুবতীরা যুব সাথী প্রকল্পে টাকা পেতে শুরু করে দিয়েছে, এছাড়া লক্ষ্মী ভাণ্ডার সহ সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা মানুষ পাচ্ছেন সুতরাং নতুন করে আর কিছু আমাদের বলার নেই। আগামী দিনে সাতগাছিয়া বিধানসভার কোন কিছুরই ঘাটতি থাকবে না এটা কথা দিলাম।'

যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে এআইপিএসও'র সভা

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইসরাইলকে সঙ্গী করে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি লঙ্ঘন করে ইরানে পয়লা মার্চ থেকে যে আগ্রাসন সৃষ্টি করেছে তা বিশ্বজুড়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। খনিজ তেল ও গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রতিনিয়তই মার্কিন মুলুকে বাড়ছে প্রতিবাদ। স্পেন সরাসরি অস্বীকৃত হয়েছে তাদের কৃতকর্মের সাথী হতে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা ভারত। সেই ভারতই এখনকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার মার্কিন ও ইসরাইলের নিন্দার পরিবর্তে তাবেদারী করে চলেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্য প্রাচ্যে কর্মরত ৪২ লক্ষ ভারতীয়দের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও তা নিরসন সহ রান্নার গ্যাসের অভাবে দেশের রেস্টুরেন্ট ও মিষ্টান্ন শিল্পে হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লেও এই সরকার

শুধু বাগাড়ম্বর সারই হয়ে উঠেছে। সঙ্কট নিরসনের পরিবর্তে কেন্দ্র যুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা দাম বাড়িয়েছে।

এই সব কিছুর প্রতিবাদে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি কমিটির (এআইপিএসও)–র ডাকে ১৮ মার্চ বিকেলে বাঁকুড়া শহরের লোকপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত হল এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভা। দাবি উঠলো ইরানে মার্কিন–ইসরাইলের আগ্রাসনকে ভারত সরকারকে নিন্দা করতে হবে এবং এই আগ্রাসন বন্ধে সদার্থক ভূমিকা নিতে হবে। সিলিন্ডার প্রতি বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করতে হবে। সভায় পৌরহিত্যে করেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বাবলু ব্যানার্জী। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতা প্রতীপ মুখার্জী, ভাস্কর সিংহ ও আশিস পান্ডে।

প্রার্থীর সাথে দেখা নেই প্রাক্তন বিধায়কের

আগামীদিনে কি তিনি অন্য দলে, জিইয়ে রাখলেন প্রশ্ন

অরিজিৎ মণ্ডল, উত্তম কর্মকার, কুলপি : তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ২৯১টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো প্রচার ও শুরু করে দিয়েছে প্রত্যেকটি প্রার্থী। তবে এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় বেশ চমক রয়েছে। বেশ কিছু আসনে আনা হয়েছে নতুন কিছু মুখ, যারা রাজনীতির আঙিনায় একেবারেই নবাগত। প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে

বেশ কিছু বিধায়ক এমনকি মন্ত্রীও যার মধ্যে রয়েছে কুলপি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এবারে তার বদলে কুলপি বিধানসভার প্রার্থী করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বর্ণালী ধারাকে। রাজনীতির আঙিনায় এর আগে তাকে দেখা না গেলেও কুলপি বিধানসভা থেকে এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রত্যন্ত সুন্দরবনে এলাকার প্রায় কয়েকশো মহিলাকে কৃষিকাজে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পান তিনি। আর এবারে তার ওপর এই ভরসা রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তাকে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই কখনো দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে বৈঠক হোক অথবা এলাকায় এলাকায় প্রচার সমস্ত কিছুই করছেন তৃণমূল প্রার্থী বর্ণালী ধারা। তবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে দেখা নেই ৪ বারের কুলপির প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের। আর যা নিয়েই ঘনীভূত হচ্ছে একাধিক জল্পনা। তৃণমূলের প্রথম দিনের সৈনিক ছিলেন যোগরঞ্জন হালদার। ২০১৬ সালে কুলপি বিধানসভা থেকে ১১ এগারো হাজার ভোটে লিড দিয়ে তিনি বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরের বছর ২০২১ সালেও দল তার ওপর ভরসা রেখে তাকেই দলের টিকিট দেয় এবং সেই নির্বাচনেও প্রায় ৩৩ হাজার ভোটে লিড দিয়ে তিনি আবারও কুলপি বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু এবছর দল কেন আর তার ওপর ভরসা রাখতে পারলো না তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, নবাগত কুলপি বিধানসভার এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বর্ণালী ধারার প্রচার কর্মসূচি থেকে কর্মীসভা কোন কিছুতেই দেখা মিলছে না বিধায়কের। তবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে সরাসরি কোন কিছু না জানালেও সূত্রের খবর বিধায়ককে নাকি ডাকাই হয়নি এমনকি কর্মী সভাতে জেলা পরিষদ সদস্য পূর্ণিমা হাজারী নস্করের গলায় শোনা গেল বিধায়ক হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত তাই কর্মীসভায় উপস্থিত হয়নি। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে নবাগত প্রার্থী বর্ণালী ধারা জানায়, প্রাক্তন বিধায়কের সাথে তার কথা হয়েছে। বিধায়ক নাকি জানিয়েছেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে পারছেন না তবে যে কোন কাজেই তাকে সহযোগিতা করবে। তবে রাজনৈতিক মহল বলছে অন্য কথা। তাহলে আগামীদিনে কি কুলপি বিধানসভা থেকে অন্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন যোগরঞ্জন হালদার সেই প্রশ্নই জিইয়ে রাখলেন প্রাক্তন বিধায়ক।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : সানঘাটা পাড়ার একটি লজের ১২ নম্বর ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় গোপাল রায় নামে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার নতুন পাড়ায়। তাকে দেখা যায়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশদ

গ্যাসের সংকট বন্ধ হল মিষ্টির দোকান

মলয় সুর, হুগলি : বিশ্বজুড়ে যখন এলপিজি গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের সমস্যা দেখা দিয়েছে তার ব্যতিক্রম নয় পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ও রেস্তোরাগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই কারণে। ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরাইল জোটের যুদ্ধের কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। ফলে

ওই পথ ধরে আসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাহাজগুলি আটকে রয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে জ্বালানির অভাব দেখা দেওয়ায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ও রেস্তোরাগুলোতে। হুগলির বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান মৃত্যুঞ্জয় সুইটস–এর ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, চুঁচুড়া শহরের মোট ১৫টি শাখার মধ্যে ২টি শাখা মাত্র খোলা রয়েছে বাকিগুলো সব বন্ধ। রমজান মাসের বিভিন্ন মিষ্টির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যা মিষ্টি রসিক বাঙালির খাদ্য রসনায় টান পড়েছে। এই বিপনীর মালিক সৌমেন সরকার বলেন, 'এখনই যদি এই সমস্যার সমাধান না করা হয় তাহলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বাকি দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে ব্যবসার প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হবে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিষ্ণুপুরে মদ বোঝাই ট্যাক্সি আটক

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

পুলিশ সুত্রের সংবাদে প্রকাশ, বিষ্ণুপুর থানা কর্তৃপক্ষ গোপনে জানতে পেরে গত ৩০ শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ রাত ৮টা নাগাদ বারুইপুর রোডের ওপর একটা মদ বোঝাই ট্যাক্সি (ডব্লিউ. বি. টি. ৪৯৪১) আটক করে। পুলিশ গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার কে এই বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করে। তখন ওদের মধ্যে বচসা হয়। পরে ট্যাক্সি তল্লাসী করে প্রায় ৫৫০ লিটার মদ পাওয়া যায়। ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১০ম বর্ষ, ২০ মার্চ ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

হাসপাতালে চাঙড় ভেঙে জখম ২

সুমন আদক, হাওড়া : সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের মিটিং চলাকালীন ছাদের চাঙড় ভেঙে দুর্ঘটনা হাওড়ার ডোমজুড়ে। ১৬ মার্চ রাতে ঘটনায় মাথা ফেটে আহত হন ২ স্বাস্থ্যকর্মী। আরও

কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হন বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান। আতঙ্কে ওই সভাকক্ষে উপস্থিত সকলের মধ্যে কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। ঘটনাটি ঘটে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, সভা চলাকালীন আচমকাই ছাদের চাঙড় ভেঙে ঘটে ওই বিপত্তি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন রাখী বালা ও শিখা ঘোষ নামে ২ স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁদের মাথায় সেলাই করতে হয়। সেখানে প্রায় ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী উপস্থিত ছিলেন। আরও কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হন বলে জানা গেছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ, এই ঘটনায় প্রাণহানিও হতে পারত। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা।

রূপা সাহাকে প্রার্থী চেয়ে লিফলেট কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ১৭ মার্চ দুপুরে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর জানা যায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাইথিয়া(এসসি) আসনে তৃণমূল প্রার্থী শিক্ষিকা নীলাবতী সাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৮ মার্চ দুপুর সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের সিউড়ি ২নং ব্লকের পুরন্দরপুরের একডালিয়া মোড়ের কাছে রাস্তায় 'খেলা হবে' লেখা লিফলেট পড়ে থাকতে দেখা যায়। লিফলেটের উপরে লেখা আমরা সাঁইথিয়াবাসী রূপা সাহাকে প্রার্থী চাই। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়, ফুটবল হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শেখ এবং অনুব্রত মণ্ডলের ছবি দেওয়া লিফলেটে তলায় লেখা খেলা হবে প্রচারে সাঁইথিয়াবাসী। প্রার্থী নীলাবতী সাহা অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ। বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ ঘনিষ্ঠ সিউড়ি ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলাম ঘনিষ্ঠ এই রূপা সাহা। এর ফলে ফের প্রকাশ্যে চলে এলো তৃণমূলের বেআব্রু গোষ্ঠীকোন্দল। বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী বলেন, 'এটা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ২০২৬–র নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। আর দুইমাস পর ৪ মে বিকালে জনতা জনার্দন রাস্তায় নেমে গেরুয়া আবীর খেলবে।'

ভাঙ্গরে বোমা বিস্ফোরণ

অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে!

পার্থ কুশারী, ভাঙ্গর : ভাঙ্গড়ে বোমা বিস্ফোরণ, ঘটনাস্থলে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ। ভাঙ্গড় ২ নম্বর ব্লকের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বাধার সময় বিস্ফোরণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আইএসএফের অভিযোগ রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা তৈরি করছিল। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর জখমও হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার

করেছে তৃণমূল। এই অভিযোগ তুলে সেই এলাকায় আইএসএফের নেতা নেতৃত্বরা গেলে তাদেরকে মারধর করে এবং আবুল খয়ের মোল্লা নামের এক আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য আহত হয়।

গণেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে বিজেপির ভরসা মাতৃশক্তি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, কুলতলি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভা। একদা সিপিএম, এসইউসিআই এর দাপট এবং শক্ত ঘাঁটি ছিল। পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা হয় কুলতলি মানুষের। এবার সেই ভরসার উপর থাবা বসাতে মরিয়া রাজ্যের বিরোধী শিবির বিজেপি। কুলতলির বুক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরাতে এবার বিজেপির বাজী নারী শক্তি। সিংহবাহিনী দুর্গা 'মাধবী মহলদার'কে প্রার্থী করেছে দল। লড়াকু এই তরুণী কুলতলিকে হাতের তালুর মতোই চেনেন এবং জানেন। ফলে শাসক দলের কাছে এবার ২০২৬ এর নির্বাচন খুব একটা সহজ হবে না। কারণ প্রার্থী হিসাবে বিজেপির মাধবী যথেষ্ট

পরিচিত মুখ। তাছাড়াও নির্বাচনে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনির পুরুষ ও মহিলা সেনাকর্মী। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের কড়া কার্যকলাপ। ফলে কুলতলির নোনামাটিতে পদ্মফুল ফোটাতে মরিয়া বিজেপি।

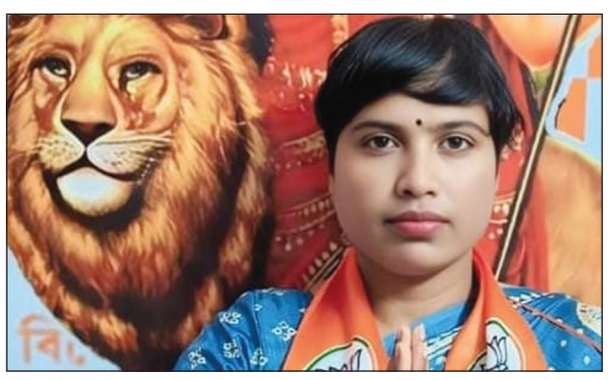

অন্যদিকে কুলতলিতে শাসক দলের প্রার্থী হয়েছেন গণেশ মণ্ডল। তিনি তার হাতে গড়ে তুলেছেন কুলতলি বিধানসভাকে। সেই কুলতলিকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবেন না। তিনিও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তা ছাড়াও তৃণমূল সুত্রের খবর, বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। তৃণমূলের উন্নয়ণের উপর মানুষের অগাধ আস্থা ও ভরসা রয়েছে। সেদিক থেকে কুলতলি বিধানসভা শাসক দলের অধীনে ছিল,আছে এবং থাকবে।' অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে 'তৃণমূল কংগ্রেসের গণেশের বিরুদ্ধে লড়াই বিজেপির মাতৃশক্তি মাধবী মহলদারের। ফলে জোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে'।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০২৬

অভয়া বিতর্ক

আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক অভয়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে শুধু বাংলা বা দেশ নয়, বহির্বিশ্বেও আলোড়ন উঠেছিল। ধর্ম, রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে রাত দখল থেকে শুরু করে মিছিল অবস্থান আজ ইতিহাস। পশ্চিম বাংলার সেই উত্তাল দিনগুলিতে ঘরে ঘরে 'অভয়া'–র প্রতি নির্মম অত্যাচারের কাহিনী প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছিল। রাজ্য সরকার বেসামাল হয়ে পড়েছিল চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের প্রবল আন্দোলনের ফলে। এরপর সময়ের নিয়মে স্তিমিত হয়েছে সেই আন্দোলন, ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সঞ্জয় রাই–এর ফাঁসির নির্দেশ, সিবিআই–এর তদন্ত ইত্যাদি মানুষের মনে ফিকে হয়ে উঠছিল।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী পদ নিয়ে এক অনাকাঙ্খিত বিতর্ক উঠে এল। অভয়ার মা–বাবা বিজেপি দলকে সমর্থন করছেন এবং যে দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এমন সংবাদ–এ অভয়া বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল। রাতজাগা, রাত দখল আন্দোলনটি মূলতঃ অরাজনৈতিক বলা হলেও একসময় বামপন্থী লোকজনের হাতে আন্দোলনের রাশ চলে গিয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

লালবাজার অবস্থান বিক্ষোভে যখন নগরপালকে 'শিরদাঁড়া' উপহার দেওয়া হয় সেখানে সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা স্বাগত হলেও বিজেপিকে দূরে রাখা হয়েছিল সোচ্চারেই। বামনেতা সুজন চক্রবর্তী অনায়াসে যে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বললেও বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলকে স্বাগত জানানো হয়নি। অন্যদিকে, বাম যুব নেতা কলতান কিংবা বামনেত্রী মীনাক্ষী যেভাবে অভয়ার মরদেহ আটকানোর জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছেন তা সবপক্ষই স্বীকার করেছে। নিজের কন্যার বিচার চাইতে তিনি বিজেপির পক্ষ নেওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী বিশেষ করে বামপন্থীদের বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। অভয়ার মা আগ বাড়িয়ে গণমাধ্যমে বামপন্থী সেইসব আন্দোলনকারীদের প্রতি অনভিপ্রেত মন্তব্য করে বিতর্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষজন দৃশ্যত লক্ষ্য করা যাচ্ছে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার সবার। কিন্তু অভয়া আন্দোলন যে পর্যায় পৌঁছেছিল এবং তদন্তের ব্যর্থতা মানুষের আবেগকে ছুঁয়ে গেছে। এবারে নির্বাচনে অনেক টালমাটালের সম্ভাবনা থাকলেও অভয়ার প্রতি সুবিচারের দাবি এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার প্রভাব অবশ্যই সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

সুতরাং সবই আমি, তিনি এমন দর্শন করেন এবং তা ই হয়ে যান। যাদুকরের মায়াজালে অসত্যকে সত্যরূপে দেখা যায়, আত্মা মায়াময় না হয়েও তাঁর মায়াশক্তিতেই আত্মাকে গুণসম্পন্ন ও জগদাকার দেখা যায়। তাই জগতে যা কিছু দৃশ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে, তা মায়াকৃত প্রতিবিম্ব। সেই সমস্তের প্রকৃত সত্তা সেই আত্মাই। সুতরাং হে রাম! বিস্ময়–ক্রোধ–হর্ষ–গর্বের কিছুই নেই। শুধু ধৈর্য্য ধ"রে সর্বত্র সমদৃষ্টি বজায় রাখাই কর্তব্য। সমদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ কখনও বিস্ময়–ক্রোধ–হর্ষ–গর্বের অধীন হন না। যতদিন সেই সমদৃষ্টি লাভ না হয়, ততদিন দেশ–কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এই জগৎদৃশ্য দর্শনে আসে। পরমাত্মা ঐ দৃশ্য রচনা করেন না। আবার দৃশ্য উপস্থিত হলে, তা পরিত্যাগও করেন না। প্রশ্ন হতে পারে, তবে ঐ দৃশ্য উপস্থিত হয় কিভাবে? দুধে যেমন ঘি, বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, তেমনই আত্মায় তা অবস্থিত থাকে। দুধ থেকে ঘি তোলা হলে তা ঘৃতরূপে ব্যবহারযোগ্য হয়, তেমনই আত্মায় লীন থাকা ঐ অব্যক্ত দৃশ্যপদার্থ বা কর্মসকল ব্যক্ত হয়ে ব্যবহারিক রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যবহারিক দৃশ্যপদার্থ বা জ্ঞানসমূহ প্রকৃত সত্তা নয়, সেগুলি সমস্ত মননজাত, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত নির্মিত নয়। জলের তরঙ্গের মত সেগুলি স্বতঃই উদ্ভূত হয়, আবার সাময়িক ক্রিয়া শেষে উৎসে বিলীন হয়। বিচার ক"রে দেখলে দেখা যাবে, এই জগতের কর্তা, ভোক্তা কিংবা সংহর্তা কেউ নয়। আত্মা এই জগতে শুধু সাক্ষীরূপে থাকেন। নিরাময় আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকেন, অথচ সেই নিশ্চেষ্ট আত্মা হতেই এই সমস্ত উদ্ভূত ও ক্রিয়াশীল হয়ে চলেছে। আলোর প্রকাশে প্রদীপ চেষ্টাশীল হয় না, জগৎপ্রকাশেও আত্মার কোন চেষ্টা থাকে না। নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট সেই আত্মা জগতের কর্তা বা ভোক্তা হতে পারেন না, তাই জগৎকর্তা বা জগৎভোক্তা রূপে আত্মার অবস্থান প্রতিবিম্বের মত আভাসমাত্র। আকাশে নক্ষত্র কখনও অপ্রকাশিত, কখনও অল্প–বেশী প্রকাশিত দেখা যায়, তেমনই আত্মায় জগদ্ভাব কখনও অপ্রকাশিত কখনও অধিক কখনও বা অল্প প্রকাশিত হয়। যেহেতু আত্মাই একমাত্র বিদ্যমান আছেন, তাই আত্মায় যা আত্মগত অর্থাৎ যাতে আত্মার অধিষ্ঠান আছে, তার ধ্বংস হওয়া কিংবা আত্মায় যা আত্মগত নয়, তার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম হতেই এই জগৎ উদ্ভূত হয়েছে। অবিদ্যার উদয়ে পদার্থসমূহ ব্রহ্ম হতে জাত হতে থাকে, অতঃপর অবিদ্যা বা অজ্ঞান দৃঢ় হয়ে বহুশাখাপ্রসারী সংসারবৃক্ষে পরিণত ও বিস্তৃত হয়। ঐ সংসারবৃক্ষের শাখা হল তৃষ্ণা, ভোগ হল বৃক্ষের পত্র, বৃক্ষের মঞ্জরী হল আশা, ফল দুঃখ, জরা–ব্যাধিকে তুমি পুষ্প বলতে পার। বিবেকেরূপী কুঠার দিয়ে এই বিষবৃক্ষ ছেদন ক"রে মুক্ত হতে হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

প্রদেশ কংগ্রেস কী মমতার কাছে ভিক্ষার পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে?

আরিফুল ইসলাম

২০২৬ রাজ্য বিধানসভার অষ্টাদশ নির্বাচন প্রত্যাশিত পথ ধরে চললে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে হতে চলেছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের লক্ষ্য ৩ বারের পাঠ চুকিয়ে চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখা আর প্রধান বিরোধী দল বিজেপির লক্ষ্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া। যার জন্য যুযুধান দুপক্ষও নির্বাচনী ময়দানকে অনেক আগেই কুস্তির আখড়া বা বক্সিংয়ের রিং বানিয়ে ফেলেছে। নির্বাচনী এই যুদ্ধর মধ্যেও এসআইআর যুদ্ধ বাংলার ভোট ময়দানকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে সন্দেহ নেই।

৩৪ বছর রাজত্ব করা সিপিআই(এম) তথা বামপন্থীরা শূন্য হয়ে যাওয়া অবস্থায় থেকেও সামর্থ্য অনুযায়ী লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। মাত্র ১ আসনের দল নৌসাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভোটের ময়দানে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক ও আশ্চর্যের বিষয় জাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ এ রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস বলাইবাহুল্য পরম নিশ্চিন্তে এখনও ঘুমিয়ে আছে। অনেকটা কুঁড়ে মানুষের মত। শীতের বেলাতে বিছানায় যার কম্বল ছেড়ে বের হতে তীব্র অনীহা। ২০২১ সালে বিধানসভায় বামেদের সঙ্গে শূন্য হয়ে যাওয়া বঙ্গ কংগ্রেসের এহেন আচরণে প্রায় অবাক বাংলার রাজনৈতিক মহল।

যদিও নির্বাচন ও এসআইআরের যুদ্ধের এই আবহে দেশের শতাব্দী প্রাচীন এই রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেছে বাংলার এই নির্বাচনে তারা জোট করছে না, লড়বে একক ভাবে। তার স্বপক্ষ্যে কিছু পোস্টার ব্যানার ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে জানান ও দিয়েছে যা যথেষ্ট অপ্রতুল মনে হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে কোন ক্ষমতায় বা শক্তিতে জাতীয় কংগ্রেস একক ভাবে লড়ার কথা বলছে? রাজনৈতিক মহলের খবর হুমায়ুন কবির, মিম এর উত্থানে কিছু মুসলিম ভোট কেটে গেলে বিজেপির লাভ হতে পারে। সেই আশঙ্কায় মমতা নাকি সোনিয়া গান্ধীকে গোপনে আশ্বাস দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ–মালদা–উত্তর দিনাজপুরের কিছু আসনে কংগ্রেসকে। সেই আশ্বাসেই এই রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের এহেন এই কুঁড়ে মানুষের মতো আচরণ।

এটা মানতেই হবে ২০২১ সালে রাজ্যে শূন্য হয়ে যাওয়া জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্বকে রাজনীতির ময়দানে টিকিয়ে রেখেছিলেন যিনি– তিনি হলেন অধীর চৌধুরী। গত লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস হাইকমান্ড অধীর চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে শুভঙ্কর সরকারকে প্রদেশ সভাপতি করে পাঠায়। অধীরকে সরিয়ে দেওয়ার অনেকগুলো কারণও ছিল। যার প্রধান কারণ অধীর ঘোর মমতা বিরোধী ও তীব্র সমালোচক। দ্বিতীয়ত, হাইকমান্ডের বিরোধিতা করে গত বিধানসভা ও লোকসভায় বামেদের সঙ্গে সমঝোতা ও জোট করে রাজ্য কংগ্রেসকে ভুগতে হয়েছে। ফলে তার ফলও অধীরকে ভোগ করতে হয়েছে। যেমন গত বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে শাসক বিরোধীরা অধীরকে পরিকল্পনা করে হারিয়ে দেয়। যার মধ্যে কংগ্রেস হাইকমান্ডের একাংশেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থনও ছিল। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বিজেপি–আরএসএসের ঘনিষ্ঠভাজন হোক না কেন, আজও তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথেষ্ট রকম ভালো। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হবার পর থেকে মমতা যতবার নতুন দিল্লি গিয়েছেন, অধিকাংশ সময়েই সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ফিরে আসেননি। সেটা এই রাজ্যে কংগ্রেসকে শূন্য করে দেওয়া সত্ত্বেও। ফলে অধীর গত নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় হাইকমান্ড তাঁকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা বা দেরি করেননি। শুধু তাই নয়, ভারত জোড় যাত্রায় মমতা খুশি না থাকায়, রাহুল গান্ধী পূর্ব নির্ধারিত রুট পরিবর্তন করে শিলিগুড়ির করিডোর দিয়ে বিহারে চলে যান, ফলে দক্ষিণবঙ্গে আর প্রবেশ করেননি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার মমতাকে না চটানো।

সোনিয়া–রাহুল গতবার চেয়েছিলেন গত লোকসভা নির্বাচনে মমতার সঙ্গে গোপন সমঝোতা করে কিছু আসন জয়ের নিশ্চয়তা আদায় করতে। 'ইন্ডিয়া' জোটের ভিত্তিতে রাহুলরা মমতার কাছে চেয়েছিলেন ৫টি আসন, মমতা দিতে চেয়েছিলেন ৩টি আসন। মধ্যে অধীর অনমনীয় থাকায় কং–হাইকমান্ডের এই বোঝাপড়া ভেস্তে যায়। মধ্যে ঈশা খান চৌধুরী জিতে যাওয়ায় মমতারও কংগ্রেসকে শূন্য করে দেওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ফলে একটা ক্ষোভ পুষে রেখেছিলেন। এরপর অধীরের অপসারণ আর শুভঙ্করের প্রবেশ মাত্রই রাজ্য কংগ্রেস বিধান ভবনেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখনো পর্যন্ত তার হাঁটাচলাও যেন নয়া দিল্লি থেকে রিমোর্ট কন্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণে। বার্ষিক কিছু অনুষ্ঠান রুটিন মাফিক করেই শুভঙ্করের যেন কাজ শেষ। রাজ্য দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত নেই বললেই চলে। নির্বাচন আসন্ন জেলায় জেলায় বুথ স্তরের নেতা তো দূর কা বাত জেলা সভাপতিরদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্তর দিয়ে কংগ্রেসকে ভালোবাসার কর্মী যাঁরা দুঃসময়ে হাত চিহ্নকে বাংলার বুকে টিকিয়ে রেখেছেন, শুভঙ্কর সরকার তাঁদের সঙ্গেও যেন দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। অথচ যেখানে গোটা বাংলা জুড়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে হৈ হৈ কাণ্ড, সেখানে সত্যিকারের সাধারণ মানুষ যাঁরা কংগ্রেসকে আন্তরিক ভালোবাসেন, প্রদেশ কংগ্রেসের এহেন আচরণ তাঁদের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছে না।

বাংলায় আজও কংগ্রেসের একটা বাঁধা ভোট আছে যা গড়পড়তা ১০ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং প্রদেশ কংগ্রেসের এইরকম অদ্ভুত নীরবতা বা মমতার প্রতি সোনিয়া গান্ধীর এই সম্পর্কের অদ্ভুত নিরুৎসাহ স্টাইল কংগ্রেস করা বহু মানুষ কর্মী খোদ মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের কংগ্রেস গড়ে 'মিম এমন কী দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গরে আইএসএফে নাম লিখিয়ে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা ভোটের ময়দানে কাজে নেমে পড়েছে।

কারণ বিগত দিনে বেশ কিছু নির্বাচনে যে অধীর চৌধুরী রাজ্য কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতেন তাঁকে হাই কমান্ড মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন । অধীর আর সাধারণ সাংসদও নন। সুতরাং ঘটনাক্রমে যে দিকে গড়াচ্ছে প্রকাশ্যে জোট নয় মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের কংগ্রেস গড়ের তিন জেলায় মমতা সোনিয়া গান্ধীকে যে কিছু আসন ছাড়া ও জিতিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যার অন্যতম ইঙ্গিত গণিখানের ভাগ্নী মৌসম বেনজির নূরের 'ঘর আপসী"। যা না কী ঘটেছে, মমতার নির্দেশেই। ওই সব জেলায় হিন্দু ভোট বিজেপির দিকে বা অন্যদিকে, মিমের বাড়বাড়ন্ত সংখ্যালঘু ভোট যাতে পিছলে না যায়, সেইজন্য মমতা এই কাজটা পরিকল্পনা করে করেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এতটা মমতার উপর বিশ্বাসী হয়েছে পড়লো কেন। এক শীর্ষ নেতার কথায় প্রায় সাইন বোর্ড হয়ে যাওয়া পার্টিকে রাজ্যে বাঁচাতে এছাড়া হাইকমান্ড এর আর কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং ঘটনাক্রমে এটা ধরে নিতেই হয় কি ২০২৬ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস এখন মমতার কাছে ভিক্ষার পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে?

সময় কথা বলবে সমঝোতা কংগ্রেসের লাভ হলো না ক্ষতি।

বীরভূম ও বোলপুর: ঘাসফুলের অন্তর্ঘাতে পদ্মবনে ভ্রমর ভ্রমণ!

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার বিংশ কিস্তি...

'কেষ্টর কথা পড়ে কি মনে?

ও সেই কেষ্ট? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যিনি পরিচিত, কেষ্ট ব্যাটাই চোর হিসেবে? আরে নাড়ে বাবা। ইনি হলেন বীরভূমের কেষ্ট। তাই বলুন। উনি তো আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা সোহাগের কেষ্ট। এবার বুঝেছি, উনার তো আবার মস্তিষ্কে অক্সিজেনের পরিমাণ কম ঢোকে। এমনটাই যে শুনেছি।'

হ্যাঁ এই আলোচ্য সো কলড জেল খাটা কেষ্টর খাতায় কলমের প্রকৃত নাম হল অনুব্রত মণ্ডল। নিবাস বীরভূম জেলা। এই কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন এই জেলার মহামহিম নাৎসী প্রধান হিটলার সম একচ্ছত্র বেতাজ তৃণ–বাদশা। যদিও অধুনা অনেকেই আবডালে ফিসফাস করে থাকেন, এখন নাকি সেই তিনিই জেলবাস আপাতত শিকেয় তুলে হাত পা কাটা জগন্নাথ সেজে রয়েছেন কালিঘাটের দিদির বদান্যতায়। বীরভূমের রাজনৈতিক ময়দানে।

তা সেই মহামান্য এক কেষ্ট–কাহিনীর কথা একটু না হয় মনে করা যাক। ছাব্বিশের ভোট মহারণের একেবারে প্রাক মুহূর্তে। সময়টা ২০১৮ সাল। পঞ্চায়েত ভোটের মধ্য মরশুম। তখন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট বলেছিলেন, মনোনয়ন জমা দিতে বেরোলে বিরোধী প্রার্থীরা দেখতে পারবেন, রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই রাজনৈতিক বাতুলতার মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ। একেবারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। অকুতোভয় লেখ্য কবিতায়। কারণ সেবারে বীরভূম জেলা পরিষদের ৪২টি আসনের মধ্যে ৪১টি ক্ষেত্রে বিরোধীরা তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমাই দিতে পারেননি। স্রেফ কেষ্টর হুঁশিয়ারির কারণে।

সেই প্রেক্ষাপটে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে কবি লিখেছিলেন 'মুক্ত গণতন্ত্র' নামক একটি তীব্র আক্রমণাত্মক কবিতা। তাতে প্রতিবাদী বারুদ–শব্দের তীক্ষ্ণ শানে উল্লেখিত ছিল, 'যথার্থ এই বীরভূমি, উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে পেয়েছি শেষ তীরভূমি। দেখ খুলে তোর তিন নয়ন, রাস্তা জুড়ে খর্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।'

এই কাব্যিক আঁচে রীতিমতো মতো ঝলসে যায় অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক দাম্ভিকতা। অবশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবিকে অনেকটা অশোভন ভাষায় সমালোচনা করে বসলেন প্রেস ব্রিফিংয়ে। চোখে আঙুল দিয়ে তিনিই বঙ্গবাসীকে একসঙ্গে চিনিয়ে দিলেন একাংশ মৎস্য ব্যবসায়ীর ডিএনএ–এর সঙ্গে কতটা আন্তনাক্ষত্রিক ফারাক কাব্য–অন্তমিল অ্যাটমের। তিনি কবিকে সরাসরি আপন সংস্কারেই আক্রমণ করে বসলেন, 'কবি বড় বড় কথা বলছেন? এ কোন কবি? কবি বলতে আমরা তো জানতাম রবীন্দ্রনাথ–নজরুল। এ কোন নতুন কবি উঠে এসেছেন যিনি আমার উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন! অনুব্রত মণ্ডল যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, শঙ্খ ঘোষ তখন কবিতা লেখেন।' যদিও কবির মৃত্যুর পর এই অনুব্রত মণ্ডলই মন্তব্য করেছিলেন, 'উনি ছিলেন একজন ভালো কবি। মারা গিয়েছেন। এর বেশি কিছু বলবো না।' বাংলা ভাষার কাব্য সাধকদের প্রতি এটাই হল ঘাসফুলের খাঁটি অস্মিতা। যার আলোচ্য কেন্দ্র বিন্দু ছিল এই বীরভূম।

রাঢ়ভূমের এহেন বাউল জেলায় রয়েছে দুটি লোকসভা অঞ্চল। যেগুলো হল বীরভূম ও বোলপুর। সাম্প্রতিক সময়ে লোমহর্ষক শহীদ বেদী। সত্যি উপভোগ্য এই রাজনৈতিক পারস্পরিকতা।

রাজনৈতিক গণহত্যার এক অন্যতম পৈশাচিক দলিল নিহিত রয়েছে স্থানীয় বগটুইয়ে। এই অপরিচিত গ্রামীণ জনপদটি রয়েছে বীরভূমের রামপুরহাটে অবস্থিত ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একেবারে ধারে বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

২০২২ সালের ২১ মার্চ রাত নামতেই বগটুই মোড়ে ঘটে যায় এক নৃশংস খুনখারাবি। বোমার প্রাণঘাতী আক্রমণের ফলে মারা যান স্থানীয় দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সমকালের উপ–প্রধান ভাদু শেখ। রাজনৈতিক বারুদ স্তূপে প্রতিহিংসার আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এটুকু উপকরণ যথেষ্ট ছিল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই রাতেই ভাদু শেখের খুনের বদলা নিতে নিহত নেতার অনুগামীরা বগটুই গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে পরপর আগুন জ্বালিয়ে দেয় আচমকা। কোনও কিছু বোঝার আগেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনের বেলাগাম প্রসারিত শিখা। একের পর এক বাড়ি ভষ্মিভূত হয়ে যায় তৃণমূল কর্মীদের লাগানো স্বেচ্ছাচারিতার আগুনে। ১০ জন আগুনে ঝলসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃতদের মধ্যে ৮ জনই ছিলেন মহিলা, ১ জন পুরুষ ও ১ জন ছিল নাবালিকা।

এই নারকীয় গণহত্যার প্রথম বর্ষপূর্তিতে রাজনৈতিক ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ে যুযুধান উভয় পক্ষ। বিজেপির তরফে ওই গ্রামে তৈরি করা হয়েছিল শহীদ বেদী। তৃণমূলই বা চুপ করে বসে এসব দেখবে কোন দুঃখে। তাদের উদ্যোগেও গড়ে তোলা হলো পাল্টা শহীদ বেদী। মৃতেরা এক। অথচ দুটো শহীদ বেদী। সত্যি উপভোগ্য এই রাজনৈতিক পারস্পরিকতা।

অভিযোগ, অগ্নিসংযোগের পরদিন সকালে ৮ জনের পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পর রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও এক মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনার মূল চক্রী হিসাবে উঠে আসে তৃণমূল নেতা কেষ্ট ঘনিষ্ঠ আনারুল শেখের নাম।

বোলপুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ এসে যায় অবধারিত ভাবে। এই বিশ্বনন্দিত বিশ্বপাঠশালার আভ্যন্তরীণ বিষয়েও রাজ্যের শাসকদল ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা বোধ করেনি। সেই কলঙ্কিত দিনটি ছিল ২০২০ সালের ১৭ আগস্ট। সেদিন হাজার হাজার বীরভূমবাসী আচমকা ঢুকে পড়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌষ মেলার মাঠ চত্বরে। মারমুখী উত্তেজিত সেইসব জনেরা সেখানকার নির্মীয়মান প্রাচীর আচমকা ভেঙ্গে ফেলেন। পুরোপুরি বিনা প্ররোচনায় জেসিবি মেশিন চালিয়ে ফটক তছনছ করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসেও হামলা চালানো হয় নির্বিচারে। এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের সেই তথাকথিত কেষ্টর প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। হামলাকারী ওই বিশৃঙ্খল জটলার মধ্যে দুবরাজপুরের তদানীন্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেশ বাউরি সহ একাধিক টিএমসি নেতা হাজির ছিলেন বলে অভিযোগ। প্রাচীরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৈরি করছিলেন এনজিটির নির্দেশানুসারে। বহুদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ আসছিল, ওই মুক্ত ময়দানে নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপের জমাট আখড়া হয়ে উঠেছে। তাই তা দমন করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রাচীর নির্মাণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ দুই প্রাক্তন উপাচার্য রজত কান্ত রায় এবং সুজিত কুমার বসু একযোগে বিবৃতি দিয়েছিলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদ পৌষ মেলার মাঠের উপর এমন বর্বরোচিত হামলা আসলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের প্রতি কুঠারাঘাত করা। এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যা ছিল যথেষ্ট অবাক করা, এই ময়দানে প্রাচীর গঠনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। জেলা প্রশাসনকে বলবো যাতে সব পক্ষকে নিয়ে মিটিং করে। হায়রে হায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের পরামর্শ ছিল, হামলাকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসুক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চমৎকার তৃণমূল সরকারের আত্মদর্শন। মারো গোলি রবীন্দ্র ঐতিহ্য। হামলাকারী থাকুক যুগ যুগ জিও। সাবাশ তৃণমূল।

পশ্চিমবঙ্গে যে কটি ঐতিহ্য সম্পন্ন লোকসভা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে অবশ্যই বোলপুর একটা মেগা আসন। এখান থেকে সাংসদ হয়েছিলেন প্রয়াত বামপন্থী নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই কেন্দ্রে প্রথমবার জয়যুক্ত হয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে। রবিকবির পদধূলি মাখা এই আসন থেকে জিতেই একসময় তিনি দেশের পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর এমন বিরলতম সম্মানে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রটি আজও গৌরবান্বিত।

১৯৬৭ সালে এই কেন্দ্রটি ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেস। এরপর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে পরপর ১২ বার সিপিএম বোলপুর আসনকে নিজেদের লাল দুর্গে পরিণত করেছিল। কিন্তু তা বাস্তিল দুর্গের মতো চুরমার হয়ে যায় ২০১৪ সালে তৃণমূলের প্রবল বিক্রমে। এরপর আরও দুটি নির্বাচন বলতে ২০১৯ ও ২০২৪ সালেও তৃণমূলকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি।

২০২৪ সালে যে লোকসভা আসনটিতে তৃণমূল জয়ের কারণে সবুজ রসগোল্লা বিতরণ করেছিল তাতে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৩৯,২৩৪ জন। যার মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৮,৫৫,৬৩৩ টি বা ৫৫.৯৮% ভোট। ফলে এখানে টিএমসির জয়ের পার্থক্য ঘটে ৩,২৭,২৫৩ ভোটের। যেখানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিজেপি প্রাপ্ত ভোট পায় ৫,২৮,৩৮০টি বা ৩৪.৫৭% ভোটদাতার সমর্থন।

এখানকার স্থানীয় ৭টি আসনের মধ্যে ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপিকে হারিয়ে দেয় প্রতিটিতেই। ফলে টিএমসি একতরফা ৭ জন দলীয় বিধায়ক পেয়ে যায় কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, বোলপুর, নানুর, লাভপুর এবং ময়ূরেশ্বর থেকে। এইসব আসনে সবুজ বাহিনীর জয়ের ব্যবধান ছিল যথাক্রমে ১২,৬৮৩, ২২,৩৩৭, ১১,৮১৫, ২২,২৮০, ৬,৬৭০, ১৭,৯৭৫ এবং ১২,০৭৫ ভোটের। সমালোচকেরা বলে থাকেন তৃণমূলের এই বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের বিপুল একতরফা জয় নাকি সাধিত হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের বিলি করা লাল বাতাসার সৌজন্যে।

অপরদিকে, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের পর্যালোচনা করলে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হয় তাতে সমর্থন মেলে ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে জিতেছিল কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসি মিথ এযাবৎ কালের মতো নিঃশেষিত হয়ে যায় প্রথমবারের মতো ১৯৭১ সালে। সেই শুরু সিপিএমের লাল নিশানের জয়মাল্যর। এরসঙ্গে ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে ধারাবাহিক ১০ বার জয় পেয়ে যায় সিপিএম। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে এখানে অবাধে ঘাসফুল রাজত্ব করে লাল জমানার দাপট নিশ্চিহ্ন করে দেয় আপাতত পর্যায়ে।

ভারতে এখনও পর্যন্ত শেষ লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্রে ভোটার ছিলেন ১৮,৫৭,০২২ জন। সেখানে টিএমসি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৭,১৭,৯৬১টি বা ৪৭% ভোট। পক্ষান্তরে ভাজপার পদপ্রার্থীর বুক পকেটে জমা পড়েছিল ৫,২০,৩১১টি বা ৩৪.০৬% ভোট। ফলে তৃণমূল ১,৯৭,৬৫০ ভোট বিজেপির থেকে অধিক পেয়ে সংসদের উদ্দেশ্যে গমণ করে।

আবার যদি ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকানো যায় তাতেও দেখা যাবে ঘাসফুলের বিপুল জয়ের সাক্ষ্য। এখানকার ৭টির মধ্যে ৬টিতে সবুজ ঘাস নির্বিঘ্নে ফুটে ওঠে সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি এবং মুরারই আসনে। পর্যায়ক্রমে তৃণমূল এগুলোতে জেতে ৭,৩২০, ১৫,২৪৩, ৮,৪৭২, ৫০,৬১৩, ৫৬,৯০৫ সহ ৯৮,২৪৬ ভোটের পার্থক্যে। শুধুমাত্র দুবরাজপুর আসনটিতে ৩,৮৬৩ ভোট ফারাক বৃদ্ধি করে নিজেদের অস্তিত্বের টিমটিমে প্রদীপ জ্বালাতে পেরেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, এই ৬টি বিধানসভা আসনেও তৃণমূলের মসৃণ জয়ের রথ সচল থাকার পিছনে অনুব্রত মণ্ডলের পাঁচন–ভীতি প্রদর্শন অনুঘটকের কাজ করেছিল মারাত্মক ভাবে।

বাংলায় একটা কথা আছে না, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। বছর খানেক আগেকার কেষ্ট সঙ্গে আজকের অনুব্রত মণ্ডলের কত সহস্র যোজন দূরত্বের যে তফাৎ। গরু পাচার মামলায় ও হিসাব বহির্ভূত অগুণতি অর্থ সঞ্চয়ের অভিযোগে তিহার জেলও খেটেছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে গ্রেপ্তারও করেছিল। দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বেহালার সভা থেকে বলেছিলেন, কেষ্ট ছাড়া পেলে তাঁকে বীরের সংবর্ধনা দেবে তৃণমূল। সে কথা যদিও ঘাসফুল থেকে রাখা হয়নি। উল্টে বীরভূম জেলার দলীয় ক্ষমতায়ণে কাজল শেখকে তাঁর সমান্তরাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্যামাক স্ট্রিটের বদান্যতা। দেখতে দেখতে ছাব্বিশের ভোট একেবারে দোড়গোড়ায়। এক্ষেত্রে তৃণমূলের নিজস্ব অন্তর্ঘাতের সম্ভবনা এইসব কারণে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে ১৪টি আসন ঘিরে কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছে শুরু করেছে ভিতরে ভিতরে তৃণমূল শিবির। আর সেই সুযোগে এবার নূন্যতম ৭ থেকে ৮টি আসন নিজেদের দখলে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে পদ্মভক্তরা।

উত্তরের আঙিনায়

ভানু ভক্তের মূর্তি উন্মোচন

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ১৫ মার্চ শিলিগুড়ির অদূরে অবস্থিত শালুগাড়া নেপালি সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে শালুগাড়া বিএসএফ রোডে বিশিষ্ট নেপালি কবি ভানু ভক্ত আচার্য–এর পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করা হয়। মূর্তি উন্মোচন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত সাংস্কৃতিক সমিতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাগণ। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে উদ্যোক্তা এবং এলাকার নাগরিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কলকাতা থেকে ফিরেই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নিরিখে দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত। উক্ত এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি বিধানসভা কেন্দ্রে জোড়কদমে চলছে দেওয়াল লিখন ও প্রচার যেটা না বললেই নয় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যিনি প্রার্থী হয়েছেন রঞ্জনশীল শর্মা তিনি শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাশাপাশি উক্ত বিধানসভা ক্ষেত্রের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থক এমনকি এলাকার প্রতিটি মানুষই আশাবাদী এবারে উক্ত অঞ্চলের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ী হবেন। ছবি : নিজস্ব

ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রার্থী ড. শংকর ঘোষ সকাল সকাল প্রচারে বের হন এবং অগণিত মানুষের সঙ্গে আসন্ন বিধানসভায় নিরিখে তাদের সাথে পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বলে রাখা ভালো গত বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি থেকে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন।
ছবি : নিজস্ব

বাঁশবেড়িয়ায় আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ১৪ ও ১৫ মার্চ আন্তর্জাতিক জ্যোতিষচর্চা এবং আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক সম্মেলন হল বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে। এদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ জন জ্যোতিষ ও তান্ত্রিকরা হাজির হন। জ্যোতিষবিদ্যা ও টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার

প্রফেসর মনোজ মণ্ডল বলেন, ‘এই জ্যোতিষচর্চার উপর দিন দিন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে। জ্যোতিষচর্চা বহু পুরনো, সেই প্রাচীন বেদের আমল থেকে চলে আসছে।’ এই সম্মেলনে ব্যবস্থাপনায় ছিল লোকনাথ বৈদিক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রো লজিক্যাল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চের প্রত্যেককে উত্তরীয়, ব্যাচ, স্মারক ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

প্রসঙ্গত, প্রথম দিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও গরীব দুঃস্থদের পূর্ণ অর্জনের জন্য বস্ত্র বিতরণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেন। এই মানবিক উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এদিন বেঙ্গল টপ টেন উপাধি দেওয়া হয়। এছাড়াও বিশ্ব গুরু জ্যোতিষ সম্মান, জ্যোতিষ রত্ন উপাধি, জ্যোতিষ আচারিয়া, জ্যোতিষ অনন্য সম্মান এবং বঙ্গ গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিষী সরস্বতী চ্যাটার্জি, ভাস্কর, অধ্যাপক কুশল সেন, ত্রিপুরা থেকে আগত জ্যোতিষ ও কবি ড. ঝরণা বণিক, ড. কৌশিক কয়াল, প্রফেসর শ্যামল বৈরাগী, আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, ড. ব্যাসদেব শঙ্করাচার্য এবং তনুশ্রী শাস্ত্রী।

ত্রিমূর্তি মন্দিরের উদ্বোধন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামে ত্রিমূর্তি মন্দিরের শুভ উদ্বোধন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল ২০ মার্চ। এদিন মন্দির ও মন্দিরের বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সকাল সাড়ে সাতটার সময় গঙ্গা থেকে পবিত্র জল আনা হয়। তারপর সকাল ১০ টা থেকে পূজা শুরু হয়। দুপুরে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন ছিল। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ভগবত গীতা পাঠ করা হয়। মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশন করেন পালানচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায়। ত্রিমূর্তি মন্দিরের অবস্থান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামের প্রান্ত ভূমি। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও পূজা হয়েছিল ১১ বৈশাখ, ১৪১৭। ওইদিন ভিত পূজার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন নিখিল মণ্ডল, সুবোধ বাগ, পলাশ বাগ, নারদ ভাণ্ডারি, দুর্যোধন দেশমুখ, মলয় সাঁতরা সহ আরো কয়েকজন। মন্দিরের মধ্য চূড়ায় রয়েছে সতীর দেহ কাঁধে শিবের প্রতিকৃতি। মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকা শনি মহারাজের, মা কালীর বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গ। মন্দিরের উত্তর দিকে প্রাচীন নিম গাছ আছে ওই গাছের তলায় বেদি তৈরি করে প্রথম পূজা

করা হয় ২ মাঘ ১৪২১ গ্রামীণভক্ত নিমাই বাগের উদ্যোগে।

মন্দিরের পূর্ব দিকে সানবাঁধানো পুষ্করিণী আছে। আগামীদিনে পরিকল্পনা করা হয়েছে মন্দিরের দক্ষিণে নাট মন্দির, যাত্রী নিবাস ও শৌচাগার নির্মাণ করার। ত্রিমূর্তি মন্দিরে যে সমস্ত উৎসব পালিত হয় যেমন জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, নীল পূজা, ত্রিমূর্তি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, শ্রাবণ মাসের শনি মহারাজের পূজা, ভূত চতুর্দশীতে শ্যামা পূজা। শান্ত পরিবেশে অপূর্ব এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে আশেপাশের এলাকার মানুষজনের অকৃপণ সহযোগিতা এবং দূরদুরান্তের ভক্তদের সহযোগিতা মন্দির কমিটিকে ধন্য করেছে।

সাতগাছিয়া ত্রিমূর্তি মন্দির যার পরিচালনায় সাতগাছিয়া ত্রিমূর্তি মন্দির সেবা সমিতি। বর্তমানে সভাপতি আছেন দীপঙ্কর বাগ, সহ–সভাপতি শুভঙ্কর গায়েন, সম্পাদক বিমল বাগ এবং সহ–সম্পাদক রামচন্দ্র খাড়া। মন্দিরের উন্নয়নে কেউ যদি কোন দান করতে চান অবশ্যই সাতগাছিয়া ত্রিমূর্তি মন্দির সেবা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

রামনবমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ২৭ মার্চ রামনবমী উপলক্ষে বাখরাহাট রামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে এবং গঙ্গাসাগর জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় রামচন্দ্রের পূজা ও বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সংগঠনের সহ–সভাপতি লাল্টু সামন্ত জানালেন, এবছর আমরা ১০ম ধর্মীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করতে চলেছি রামনবমী উপলক্ষে। শোভাযাত্রা শুরু হবে ২৭ মার্চ বাওয়ালি সত্যপীরতলা থেকে দুপুরে। বজবজ বিধানসভা হয়ে সাতগাছিয়া বিধানসভা অতিক্রম করে বিদ্যানগর মঠের কাছে এই শোভাযাত্রা শেষ হবে। সনাতনী রামভক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। ২৫ মার্চ আমরা রামচন্দ্রের মূর্তি এবং বজরংবলীর মূর্তি আনতে যাব বুড়ুলে তারপর ধঞ্চেবেড়িয়াতে পূজা হবে। এই শোভাযাত্রায় সকল সনাতনীদের আমন্ত্রণ জানান সংগঠনের সহ–সভাপতি।

লিড না দিলে পাশে থাকবো না : অনুব্রত

বিশাল দাস, বোলপুর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বোলপুরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই বোলপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়াসাঁকো শিবতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি জনসভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা–সহ দলীয় নেতা–কর্মীরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বড় লিড নিশ্চিত করতেই হবে। ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট উঠে আসে, ‘এই বিধানসভা নির্বাচনে লিড দিতেই হবে, না হলে ভবিষ্যতে কোনও ইস্যুতে আমরা আর উদ্যোগ নেব না।’

নাগরিকপঞ্জি প্রসঙ্গ টেনেও তিনি বলেন, অতীতে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে, কিন্তু ভোটে প্রত্যাশিত ফল না এলে ভবিষ্যতে সেই ভূমিকা আর নেওয়া হবে না বলেও ইঙ্গিত দেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে আরও কড়া সুরে অনুব্রত বলেন, ‘সব সুবিধা নেবেন, আর ভোটের সময় পাশে থাকবেন না—এটা চলবে না।’

তবে একইসঙ্গে আবেগঘন সুরে তিনি যোগ করেন, ‘আমরা যদি কোনও ভুল করে থাকি, তাহলে জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন, তাই ভোটে সমর্থন প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক।’ এদিনের সভায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিবনাথ রায়কে সরাসরি বার্তা দেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর কথায়, ‘অনেক হয়েছে, এবার শুধু কথায় নয়, ভোটের ফলাফলে লিড দেখাতে হবে।’

অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা–ও বিভিন্ন জনসভায় কর্মীদের উদ্দেশে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, ‘হারালে সরাসরি হারান, কিন্তু লজ্জাজনক ফল যেন না হয়।’ প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে বোলপুর পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৬ টিতে পরাজিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ফলাফলের কারণ খতিয়ে দেখে ঘাটতি পূরণ করতেই এবার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনসভা, কর্মী বৈঠক ও আক্রমণাত্মক প্রচারে নেমেছে শাসকদল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বোলপুরে তৃণমূলের এই সক্রিয় ও চাপসৃষ্টিকারী প্রচার স্পষ্ট করে দিচ্ছে—গত নির্বাচনের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দল।

বিরোধ ভুলে কাজ করার নির্দেশ সভাপতির

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : যাবতীয় বিরোধ ভুলে সর্বস্তরের দলীয় কর্মীদের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কাজ করার নির্দেশ দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০ মার্চ কাটোয়ায় দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনি দলীয় নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিলেন। তিনি জানিয়েছেন, দল এবারে অনেক বিদায়ী বিধায়ককে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট দিতে পারেনি। কিন্তু, সেজন্য দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিরূপ মন্তব্য করাটা কোনওমতেই সমর্থন যোগ্য নয়। একইসাথে তাঁর দাবি, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রার্থী নিয়ে কর্মীদের মধ্যে যেটুকু ক্ষোভ ছিল তা সবই মিটে গিয়েছে। তিনি বলেন, জেলাজুড়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন। এবারেও জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৬–০ ফল করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোটের বিদায়ী বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অপূর্ব চৌধুরী।

‘নতুন সূর্য’ কাজল শেখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই রাজনৈতিক মহলে জোরচর্চা শুরু হয়েছে। জেলার একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী বাছাই ঘিরে বদলে যাওয়া সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে হাঁসন কেন্দ্র থেকে ফায়জুল হক (কাজল শেখ)–এর প্রার্থী হওয়া এবং তাঁকে ঘিরে দলের ভিতরে বাড়তে থাকা প্রভাব নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

দুবরাজপুরের প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, ‘বীরভূমের নতুন সূর্য কাজল শেখ।’ একসময় অনুব্রত মণ্ডল–এর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত নরেশ বাউড়ির এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের প্রার্থী তালিকায় সিউড়ি কেন্দ্র থেকে টিকিট পাননি ২ বারের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তাঁর পরিবর্তে প্রার্থী হয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। একইভাবে হাঁসন ও দুবরাজপুরেও অনুব্রত ঘনিষ্ঠদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে জেলার রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের একচ্ছত্র প্রভাব কমছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তালিকা ঘোষণার পর বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি অনুব্রত মণ্ডল। এই নীরবতাও রাজনৈতিক জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, একসময় বামদুর্গ হিসেবে পরিচিত বীরভূম পরে অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে পরিণত হয়েছিল। তবে বর্তমান প্রার্থী তালিকা ইঙ্গিত দিচ্ছে—জেলার রাজনীতিতে নতুন শক্তি হিসেবে উঠে আসছেন কাজল শেখ, যা ভবিষ্যতে তৃণমূলের অন্দরের ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

কাকদ্বীপে নবীনেই ভরসা সিপিএম–এর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৬৭ সাল থেকে কাকদ্বীপ বিধানসভায় সিপিএম বরাবরই অভিজ্ঞ ও প্রবীণ নেতাদের প্রার্থী করে এসেছে। প্রথম প্রার্থী ছিলেন হৃষিকেশ মাইতি, এবং পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকেই ছিলেন ৬০ বছরের উর্ধ্বে। সেই প্রেক্ষাপটে নারায়ণ দাসের মনোনয়ন রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কাকদ্বীপে সংগঠন নতুন করে শক্তি ও গতি ফিরে পাচ্ছে।

নারায়ণ দাসের রাজনৈতিক পরিচিতি মূলত আন্দোলনের ময়দান থেকেই। ২০১৫ সালে কাকদ্বীপে ছাত্রী রানু বিশ্বাসকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় তিনি প্রথম সারির নেতৃত্ব দেন। সেই সময় তার নেতৃত্বে হওয়া লাগাতার আন্দোলন, মিছিল ও পথ অবরোধ গোটা রাজ্য রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করে ঘটনাটিকে জনমানসে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত করেছিলেন তিনি।

প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন নারায়ণ দাস। ইতিমধ্যেই দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তার প্রচার। তিনি জানিয়েছেন, মানুষের সমর্থন পেলে কাকদ্বীপের দীর্ঘদিনের অসম্পূর্ণ কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি কাকদ্বীপকে পৌরসভায় উন্নীত করা, আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা সহ সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

সব মিলিয়ে, তরুণ নেতৃত্বকে সামনে এনে সিপিএম যে নতুন বার্তা দিতে চাইছে, তা কাকদ্বীপের নির্বাচনী লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলে এখন সেটাই দেখার।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

বুদ্ধদেব মিশ্র, ব্যারাকপুর : ১৮ মার্চ ব্যারাকপুরসেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। যা বিকশিত ভারত ২০৪৭–এর লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য খাতে উচ্চতর জ্ঞানের সাথে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্কেলড–আপ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সামগ্রিক অর্জনকে স্মরণ করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের ভিসি ড. পি কে ঘোষ। তিনি অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে আইসিএআর– ক্রিজাফের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

সম্মানিত অতিথিরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. টি. কে. দত্ত, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এ. কে. পাত্র, আইসিএআর–ক্রিজাফ পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ কর, আইসিএআর–নিনফিটের পরিচালক ড. ডিবি। ডাঃ প্রদীপ দে তার বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মূল অর্জন তুলে ধরেন। তিনি দেশের মোট মাছ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটির ৮০ বছরের অবদান তুলে ধরেন।

বাঁকুড়ার বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্পের অন্যতম একটি সৃষ্টি ‘টেপা পুতুল’ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে। একটা সময় টেরাকোটা শিল্পীরা সারা বছর হাতি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেপা পুতুল বানাত বিভিন্ন মেলায় মেলায় গিয়ে এই পোড়ামাটির পুতুল ও তার সংসারের জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য। সেই শিল্প আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এই টেপা পুতুল কি এবং কিভাবে তা তৈরি করতে হয় এই বিষয়ে এত শিক্ষার জন্য ১৫ মার্চ একটি কর্মশালা হয়েছে বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের নটরা গ্রামে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোবরডাঙা : ১৫ মার্চ গোবরডাঙা ইচ্ছেউড়ান সংস্থার পরিচালনা এবং গড়িয়া রেনবো ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় গোবরডাঙা ‘বোধন’ সেবাকেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হৃদরোগ, স্ত্রীরোগ, নাক–কান–গলা, দন্ত বিশেষজ্ঞ সহ জেনারেল ফিজিসিয়ানরা এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষাও করা হয়। এছাড়াও মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। প্রায় ২৫০ জন পুরুষ মহিলা ও শিশুদের বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইচ্ছেউড়ান সংস্থার সম্পাদক পার্থ অধিকারী ও সভাপতি মামন চৌধুরী সহ অন্যান্য সদস্য–সদস্যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সার্বিকভাবে সুসম্পন্ন হয়।

সার্টিফিকেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোন্নগর : ১২ মার্চ বন্ধন কোন্নগর গোবরডাঙা শাখা আয়োজিত সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান হয় গোবরডাঙা মিলন সংঘ অনুষ্ঠান গৃহে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রবন্ধক বিশ্বজীৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন সগুনা পঞ্চায়েত প্রধান আদৃতী রায়, মুটিয়া পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের গোবরডাঙা শাখার সহকারি প্রবন্ধক সুজন ধর প্রমুখ। গোবরডাঙা শাখার কো–অর্ডিনেটর প্রশান্ত মুখার্জী উপস্থিত সকল অতিথিদের স্বাগত জানান। উদ্বোধক বাসুদেববাবু মহিলাদের উদ্দেশে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সুরক্ষা সহ সার্টিফিকেট প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে বন্ধন ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি সম্পর্কে তাদের নিরলস প্রয়াসকে স্বাগত জানানা পম্পা পাল। অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্য শেষে ভালো কাজের জন্য মহিলাদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন উক্ত অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বন্ধন কোন্নগরের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসির উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সুন্দরবন বইমেলায় আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ ও ১৫ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি অঞ্চলের মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে সুন্দরবন বইমেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুন্দরবন বইমেলায়–২০২৬–এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

‘দীপ ও সৃষ্টি: সুন্দরবন, মানুষ ও মিউজিয়াম’ শীর্ষক এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, পেশাগত সংগ্রাম ও সংস্কৃতিকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরা। সুন্দরবনের মানুষের জীবন প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে এখানকার বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সুন্দরবনের এই কঠিন বাস্তবতার পাশাপাশি মানুষের অদম্য মনোবল ও আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় এমন এক নারীর

জীবনসংগ্রামের কথা, যিনি সামাজিক বাধা ও সংকোচ উপেক্ষা করে সংসারের দায়িত্ব নিতে টোটো চালকের কাজকে বেছে নিয়েছেন। তার এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে কোনো কাজই ছোট নয় এবং আত্মমর্যাদা ও সাহস থাকলে প্রতিকূলতার মাঝেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সুন্দরবনের সাহসী মানুষদের সংগ্রামী জীবন এবং বিশেষত নারীসমাজের আত্মনির্ভরতার উদাহরণকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। প্রদর্শনীটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়োলজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ও আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের ইন্টার্ন ডোনা মণ্ডল, বন্টি সামন্ত এবং সবর্ণা রক্ষিত।

ট্রি অ্যাম্বুলেন্সের সহযোগিতায়

৮০ দিনে প্রাণ ফিরে পেল ১৫০ টি গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের মধ্যে প্রথম 'ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স' চালু করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা এবং নগর বনায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমার নিজ 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে কেনা এই নয়া অ্যাম্বুল্যান্স গত ৫ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু করে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কাজ শুরু করার থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ প্রথম ৮০ দিনে ১৫০টি বিপন্ন বড়ো গাছকে নতুন জীবন দিয়েছে এই অ্যাম্বুল্যান্স। আসলে এই 'ট্রি অ্যাম্বুলেন্স'টি হলো বৈদ্যুতিক মিনি ট্রাকের আদলে একটি ভ্রাম্যমাণ অপারেশন থিয়েটার। ছোটও রাস্তায় ঢোকার জন্য এই যানের গঠন কিছুটা পৃথক। এর ভেতরে রয়েছে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার,

যা দিয়ে গাছের শরীরে গেঁথে থাকা কঠিন লোহার খাঁচা কাটা যায়। পেরেক তোলা যায়। সেই সঙ্গে মাটি খোঁড়ার ড্রিল এবং ডাল ছাঁটার যন্ত্র রয়েছে। পোর্টেবল জেনারেটর, টেলিস্কোপিক মই, ২৫০লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাঙ্ক ও স্প্রিঙ্কলার, জৈবসার, ছত্রাকনাশক সবই এই 'ট্রি অ্যাম্বুল্যান্সে রয়েছে। এর ফলে কলকাতা পৌর এলাকায় গাছের জীবন-চক্র আরও সুবিন্যস্ত হচ্ছে। ঝড়ে হেলে পরা গাছ বা পুষ্টির অভাবে ঝিমিয়ে পরা গাছও এই পরিষেবায় তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুম (যোগাযোগের নম্বর ২২৮৬-১২১২, ১৩১৩, ১৪১৪; ২২৫২-০৪২৩, ০০৩১) ছাড়াও ট্রি অ্যাম্বুল্যান্সের নিজস্ব টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১২৩-৬২১৯-এ ফোন করে প্রথম ১ মাসে শহরবাসী গাছের সমস্যার বিষয় জানিয়েছে এবং সেই সব সমস্যার সমাধানও করা হয়েছে। দেবাশিস কুমার বলেন, 'ট্রি অ্যাম্বুল্যান্সের কাজের সাফল্যে আমরা খুশি। ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে এটি কেনা হয়েছে। এই ধরনের অ্যাম্বুল্যান্স সারা ভারতে মাত্র তিনটি রয়েছে। পূর্ব ভারতে একমাত্র কলকাতায় এটি চালু করা হয়েছে। আশা করছি আগামীদিনে এই ধরনের অ্যাম্বুল্যান্স আরও কয়েকটি চালু করা হবে। কলকাতার কোথাও কোনও গাছ হেলে থাকলে তা সোজা করতে কী পদক্ষেপ করা উচিত বা কোনও মৃতপ্রায় গাছ বাঁচাতে কী করতে হবে, ইঁদুরে গাছের শিকড় কেটে দিলে কী করণীয় এইসব কাজ ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স করছে। এতে গাছের পরিচর্যার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জৈব সার থাকছে। গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হোক বা প্রয়োজনীয় সার দেওয়ার প্রয়োজন পড়লে খবর দিন 'ট্রি অ্যাম্বুল্যান্সকে।'

বেআইনি বিজ্ঞাপন কাঠামো ভাঙছে কলকাতা পৌরসংস্থা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার পার্কসার্কাসের একটি অভিজাত শপিং মলে থাকা অবৈধ দৈত্যাকার বিজ্ঞাপন কাঠামো ভেঙে দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর। একই সঙ্গে এর আগেও শহরের বিভিন্ন বেআইনি বিজ্ঞাপন কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতায় কোনও শপিং মলের অবৈধ বিজ্ঞাপন কাঠামো ভেঙে ফেলা এই প্রথমবার। বিষয়টি উল্লেখ করে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার পৌর বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনে বলেন, 'অবৈধ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বেকবাগানের মতো জায়গায় অভিজাত কোয়েস্ট মল কর্তৃপক্ষকেও আমরা রেহাই করিনি। কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন নীতি ওই অভিজাত মল কর্তৃপক্ষ অমান্য করেছিল। তাই আমরা তাদের তৈরি দৈত্যাকার বিজ্ঞাপন কাঠামো ভেঙে দিয়েছি।'

প্রথমত, পার্কসার্কাসের বেকবাগানে রয়েছে কলকাতা শহরের অন্যতম একটি অভিজাত কোয়েস্ট শপিং মল। কয়েকমাস আগে ওই শপিং মল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সীমানার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন কাঠামো তৈরি করে, সেখানে নিজেদের বিজ্ঞাপনও লাগিয়ে ছিল। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, এই কাজের জন্য ওই শপিং মল কর্তৃপক্ষ ২১টি স্ট্রাকচার তৈরি করে ব্যবহার শুরু করলেও কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর থেকে কোনওরকম অনুমতি নেওয়ার বিষয় ভাবনাচিন্তাও করেনি। একাধিকবার মলের কর্তৃপক্ষকে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হলেও চিঠির কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'শপিং মল কর্তৃপক্ষকে বারংবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা পৌরসংস্থাকে জরিমানা দেওয়ার কথা চিঠিতে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই সেগুলি ভেঙে ফেলতে হয়েছে। ওখানে আমরা ১৬টি কাঠামো ভেঙেছি। বাকিগুলি ভাঙার জন্য আবারও কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। না ভাঙলে কলকাতা পৌরসংস্থাই বাকি ৫টি কাঠামো ভেঙে দেবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপনী কাঠামো নিয়ে একাধিক জনসচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা যে 'বিজ্ঞাপন নীতি গ্রহণ করেছে, তা হল, বিজ্ঞাপন কাঠামোর অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি রদ করা এবং হোর্ডিং কাঠামোর সংখ্যা কমিয়ে আনা। বিজ্ঞাপনমুক্ত অঞ্চল এবং সবুজ বলয়ে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে বিধিনিষেধ আরোপ করা। বিদ্যমান বিজ্ঞাপনগুলি যাতে কোনও ভবনের স্থাপত্য দৃশ্য বা বৈশিষ্ট্য গুলিকে জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে অবরুদ্ধ, আড়াল বা অন্য কোনও সমস্যার সম্মুখীন করতে না পারে, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে। হোর্ডিংগুলির নান্দনিক মূল্য বজায় রাখার জন্য হোর্ডিং কাঠামোকে উপযুক্ত ফ্যাব্রিকেটিং দিয়ে বেড়া দিতে হবে। হোর্ডিংগুলিতে যখন কোনও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনী হবে না, তখন শহরের সৌন্দর্যায়ন ও নান্দনিক মূল্য বজায় রাখতে হোর্ডিংগুলিকে সাদা ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং বিভাগ যেসব বাড়ি বিপজ্জনক, জরাজীর্ণ বা অসুরক্ষিত বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলিতে কোনও বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

দূষণ কমাতে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত পিভিসি ফ্লেক্সের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব জৈব কাপড়ের উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আলোকসজ্জার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ অনুসারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে শক্তির পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। হোর্ডিং বোর্ডের প্রামাণ্য আকার এবং দুটি হোর্ডিংয়ের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে দুইপায়া বিশিষ্ট পথ-বিজ্ঞাপনের স্ট্যান্ডগুলির পরিবর্তে মনোপোল ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও বিজ্ঞাপনে বাংলা ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের বিজ্ঞাপনে যে কোনও ভাষা ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু সবার ওপরে নির্দিষ্ট সাইজের হরফে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেই হবে।

ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ শুরু সরসুনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বেহালার সরসুনায় ৪০০০ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমাণের ১৪ নম্বর বরোর ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে পয়ঃপ্রণালী ও ভূগর্ভস্থ নালার নির্মাণ কাজ শুরু হল। কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের উদ্যোগে সরসুনার সুতি খালের অববাহিকার সোনামুখি মেন রোড, কাষ্ঠডাঙা রোডের সংলগ্ন অঞ্চলে কেএমসি-শার্প প্রজেক্টে নিকাশি ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি মালবিকা নস্কর বৈদ্য বলেন, আপাতত ওয়ার্ডের তিন স্থানে শকুন্তলা পার্কের নিকটস্থ বাসস্ট্যান্ডের গান্ধী মার্কেটের পিছনে ৩ নম্বর ঝিলের মালঞ্চ উদ্যানের পাশের রাস্তায় ও বীরেন রায় রোডের(পশ্চিম)

মুচিপাড়ার নিকটস্থ এলআইসি ট্রেনিং সেন্টারের পাশের রাস্তায় এবং উত্তর কাষ্ঠডাঙা রোডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার পাইপ পাতার কাজ চলছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ এলাকায় এই নিকাশির কাজ করতে কমবেশি ৩ বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রশ্ন হল ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দে কেএমসি-শার্প প্রজেক্টে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা। যদি সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে এই কেএমসি-শার্প প্রজেক্টে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়, তবে ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রজেক্টে গতি পাবে। সেটাই এখন দেখার। বা কেইআইআইপি প্রজেক্টে ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডটি যুক্ত করা হয়, তবেই সেটা আশার আলো।

এপ্রিলেই শুরু দ্বাদশের ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণিতে কম ক্লাস হওয়ায় ৪র্থ সেমিস্টারের তথা উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত পর্বের সিলেবাস শেষ হয়নি বলে অভিযোগ রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় উঠেছিল। তাই ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এপ্রিল মাসের চতুর্থ সপ্তাহ ২১-২২ এপ্রিলের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করার নির্দেশ দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। শিক্ষা সংসদ আরও জানিয়েছে, যেসব পরীক্ষার্থী কোনও কারণে একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে পারেনি, তাদের আবার সুযোগ দিয়ে ১১ এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানায়।

বইকথা : ছোট মোল্লাখালির সুন্দরবন বইমেলা ২০২৬-এ আলিপুর বার্তা ও দেশলোকের স্টলে বিশিষ্টদের আড্ডা। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টসের কিউরেটার ড. দীপককুমার বড়পণ্ডা, উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়ের কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ, লেখক পলাশ পান, সুদীপ মাইতি, পূর্ণেন্দু ঘোষ, ব্রততী, সন্দীপ বাগ। **ছবি : নিজস্ব**

প্রচার : বিজেপি ক্ষমতায় এলে সবজি চাষে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে প্রচারে নেমে জানান হাওড়ার আমতা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অমিত সামন্ত। ১৭ মার্চ নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন তিনি। পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ এবং বাইক র‍্যালিতে অংশ নেন। **ছবি : সুমন আদক**

প্রচার : দেওয়া লিখনে ব্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ মণ্ডল। **ছবি : অরুণ লোধ**

প্রচার : বক্রেশ্বর লোকাল কমিটির উদ্যোগে চিনপাই গ্রামে দেওয়াল লেখা দিয়ে প্রচার শুরু করলো সপিআইএম। **ছবি : অভীক মিত্র**

শ্রদ্ধাঞ্জলি : ১৫ মার্চ সকালে বিষ্ণুপুর কোষাগার ভবনে প্রাক্তন মহকুমা শাসক ও কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্মদিবস পালন করা হল। কবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বাচিকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ পাত্র ও ছাত্রছাত্রীরা, নাট্যব্যক্তিত্ব দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শরদিন্দু কর, আবৃত্তিকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অমলকান্তি ঘোষ, কবি সুব্রত পন্ডিত, মনোজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বাচিকের ছাত্রছাত্রীরা কবির খুকু ও খোকা কবিতাটি সমবেতভাবে আবৃত্তি করে। মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন 'আমার গর্ব হচ্ছে যে আমি এই মানুষটির উত্তরসূরি হিসেবে বিষ্ণুপুরে মহকুমা শাসক হিসেবে কাজ করছি, আমি সৌভাগ্যবান। আর বাচিকের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রয়াস কে সাধুবাদ জানাই।' **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

মোট জলাশয় এলাকা ১৮.৬৭ বর্গ কিলোমিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার দ্রুত আধুনিকীকরণের ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিত্ব জলাশয় ধ্বংস করার চেষ্টা করে থাকে, যা কলকাতার পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করতে অবশ্যই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। ১৯৯৪-৯৫ সালে কলকাতা পৌর এলাকার তৎকালীন ১৪১টি ওয়ার্ডে কলকাতার জলাশয়ের এক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল এবং তাতে কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকায় প্রায় ৩,৫০০টি জলাশয়কে তাদের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভাগীয় পুকুর তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৪ সালে সুব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক থাকাকালীন 'ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সি (এনআরএসএ) কর্তৃক একটি 'এরিয়াল সমীক্ষা পরিচালিত হয় আর তাতে প্রায় ৮,৫০০টি জলাশয় নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

সম্প্রতি, কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকার মধ্যে নির্ধারিত বিন্যাসে একটি একক জলাশয় তালিকা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ২টি সংস্থার মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালিত করা হয়েছে, উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে, কলকাতা পৌরসংস্থা এলাকায় বর্তমানে মোট ৯,২৭৫টি জলাশয় নথিভুক্ত হয়েছে, যার মোট জলাশয় এলাকা ১৮.৬৭ বর্গ কিলোমিটার, যা কলকাতা পৌরসংস্থার মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৯.১ শতাংশ। এই তালিকার মধ্যে জোকা এলাকার ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানচিত্রবিহীন জলাশয়গুলিও ধরা হয়েছে। নথিভুক্ত জলাশয়গুলিতে কোনও অবস্থাতেই বিভাজন এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদিত নয়। জলাশয়গুলির অবৈধ ভরাট প্রতিরোধের জন্য পরিবেশ দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যথা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি(প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)

অ্যাক্ট ১৯৭৯ এবং 'দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট ১৯৯৩(অ্যামেন্ডমেন্ট) অনুসারে নোটিশ জারি করা সহ সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে। অবৈধ জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা কঠোর নজরদারি রেখেছে। যার ফলশ্রুতি এই মোট ৭৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যাহা বিগত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। এছাড়া যেহেতু জলাশয়ের মালিক আইনত এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাই পরিবেশ দপ্তর সংস্কারহীন জলাশয়ের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলাশয়ের মালিক পক্ষকে অনুরোধ করে। প্রকৃতির বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিবেশ দফতর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট ১৯৯৩(অ্যামেন্ডমেন্ট)-এর ১৭এ ধারা প্রয়োগ করে অসুস্থ তথা সংস্কারহীন জলাশয়গুলির পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের জন্য 'ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলে অধিগ্রহণ করা হয়। পরিবেশের অবক্ষয় প্রতিরোধের পাশাপাশি পরিবেশ দপ্তর রাজস্ব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পুনরুদ্ধার করা জলাশয় গুলিতে মৎস চাষ(পিসিকালচার) করার জন্য নাগরিকদের উৎসাহিত করে। এ পর্যন্ত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট ১৯৯৩(অ্যামেন্ডমেন্ট)-এর ১৭এ ধারা প্রয়োগ করে ৩৪২টি জলাশয় 'ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এবং এই জলাশয় গুলিলে মৎস চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু'র মতো মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় নির্বিশেষে স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তর কর্তৃক কলকাতা পৌর নিগম আইন ১৯৮০-র ৪৯৬-এ ধারানুসারে নোটিশ জারি হলে যে কোনও জলাশয় পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে কলকাতা পৌরসংস্থা। এ পর্যন্ত পরিবেশ দপ্তর মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রায় ৩০০টি জলাশয় পরিষ্কার করে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে। এবং পরিবেশ দপ্তর জলাশয় সংস্কার, সৌন্দর্যায়ন ও পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে অনেকগুলি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিছু কাজ আগামীদিনে সম্পন্ন করা হবে। এসব উদ্যোগ বাদ দিয়েও কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব নানান অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে পরিবেশ দপ্তর জলাশয়ের সুস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

যাওয়া আসার পথে পথে

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঐতিহ্যের ধারক কাঁকড়াবুড়ি মেলা

অরিজিৎ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের উপকূলবর্তী ব্লক নামখানা শুধু গঙ্গাসাগর যাত্রাপথের জন্যই পরিচিত নয়, বরং এই অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেইসব ঐতিহ্যের মধ্যেই অন্যতম হল কাঁকড়াবুড়ি মেলা। প্রতিবছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে নামখানা ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও হাজার হাজার মানুষ এখানে ভিড় জমান। ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এই কাঁকড়াবুড়ি মেলা।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় ১০ দশকেরও বেশি আগে এই মেলার সূচনা হয়। জানা যায়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (প্রায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে) নামখানা ব্লকের শিবনগর আবাদ এলাকায় প্রথম এই পুজো শুরু হয়। সে সময় এলাকায় বসন্তসহ বিভিন্ন মহামারির প্রকোপ দেখা দেয়। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা দেবী শীতলার আরাধনা শুরু করেন। স্থানীয় ভাষায় শীতলা দেবীকেই 'কাঁকড়াবুড়ি' নামে ডাকা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, দেবীর কৃপায় ওই মহামারির প্রকোপ কমে যায় এবং মানুষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সেই ঘটনার পর থেকেই প্রতি বছর নিয়ম করে দেবীর পুজো এবং মেলার আয়োজন শুরু হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পুজো ও মেলা সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকউৎসবে পরিণত হয়েছে।

কাঁকড়াবুড়ি দেবীকে সুন্দরবনের মানুষ অত্যন্ত জাগ্রত দেবী হিসেবে মনে করেন। গ্রাম বাংলায় শীতলা দেবীকে সাধারণত মহামারি ও সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষাকারী দেবী হিসেবে পূজা করা হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই এই অঞ্চলেও দেবীর আরাধনা চলে। কথিত রয়েছে পুজোর সময় নাকি নদী থেকে আপন নিয়মেই উঠে আসে কাঁকড়া আর সেই থেকেই গ্রামের মানুষেরা এই শীতলা দেবীকে কাঁকড়া বুড়ি নামে পূজা করে থাকে।

পুজোর দিন ভক্তরা বিভিন্ন মানত নিয়ে দেবীর কাছে আসে। অনেকেই পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় পুজো দেন। এই পুজোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কাঁকড়াভোগ। দেবীর উদ্দেশ্যে কাঁকড়া সহ নানা ধরনের ভোগ নিবেদন করা হয় এবং পরে তা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এবছরও গত ৪-১২ মার্চ পর্যন্ত চলে এই মেলা। প্রায় কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বর্তমানে মেলার দোকান বসে যেখানে দূরদুরান্ত থেকে আসা সুন্দরবনের মানুষেরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। বহুদূর থেকে ভক্ত, দর্শনার্থী এবং ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। মেলায় মাটির ও বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প, খেলনা ও গৃহস্থালির সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় খাবারের স্টল, নাগরদোলা ও শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা সহ বসে নানা ধরনের দোকান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর এই মেলায় কয়েকশো দোকান বসে এবং হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। ফলে মেলাটি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবেই নয়, স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এই ধরনের মেলা শুধু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি গ্রামীণ সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মিলনমেলার ক্ষেত্র। এছাড়াও এই মেলাকে ঘিরে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং ঐতিহ্যের একটি সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে। স্থানীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীরাও এই মেলার মাধ্যমে নিজেদের পণ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার সুযোগ পান।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামখানার কাঁকড়াবুড়ি মেলার জনপ্রিয়তা অনেকটাই বেড়েছে। বর্তমানে শুধু নামখানা বা আশপাশের গ্রাম নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও মানুষ এই মেলায় অংশ নিতে আসেন। ফলে এটি সুন্দরবনের অন্যতম পরিচিত লোকউৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লোকঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন হল নামখানার কাঁকড়াবুড়ি মেলা। কয়েক দশকের পুরোনো এই উৎসব আজও সুন্দরবনের মানুষের কাছে আস্থা, আনন্দ এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতীক হয়ে রয়েছে।

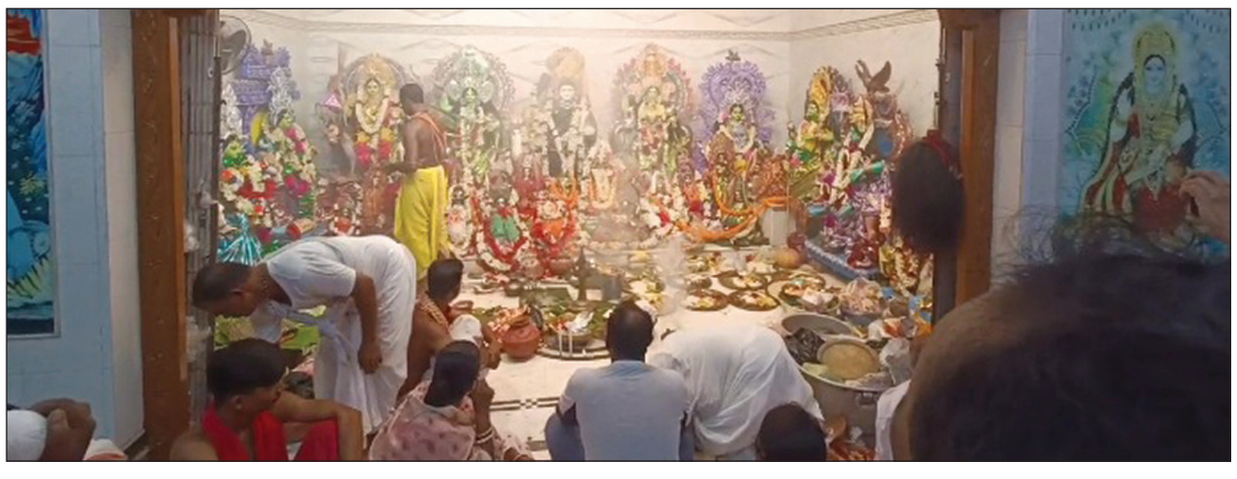

কবিতা

এ কোন কাল্পনিক গল্প নয়
অভিনন্দন মাইতি

শূণ্যতার আধশোয়া বালিশে পিঁপড়ে এলে দেওয়ালের কোণে
মাকড় নাচে। গোপনে যায় না কোন নির্জনতা খুঁজতে;
সমধ্যার আকাশে ভাদ্র–পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। একটানা বিরতি
পেরিয়ে মুক্ত আকাশ। নক্ষত্রেরা দীর্ঘদিন পর গল্পের পসরা সাজায়।
ওপাড়ায় হেঁটে গেছে বিকেল; আজ ডেকেছিল খেলার
মাঠ। ঢেউ ভেঙেঠিল বারবার; ঢেউ এসেছিল নিজের মতো।
এ কোন কল্পিত গল্প নয়; আমাদের স্বভাবী পূর্ণিমার গোপন অভিলাষ।

(হরেন্দ্র নগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

ব্যথা
বিধান সাহা

ব্যথাটা থাকবে – এক দিন, দু–দিন তিন দিন
তারপর দৈনন্দিন কাজের চাপে
উঠে দাঁড়াতেই হবে
ব্যাথাকে উপেক্ষা করে
একটু একটু করে কাজের মধ্যে
নিজেকে নিয়েজিত করা
ব্যাথাকে ভুলে থাকার আকুল প্রচেষ্টায়
এমনি করেই চিনগুলো পার হবে
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস
বছরের পর বছর
ব্যাথা তখন ক্লান্ত অসহায়
সময়ের অফুরন্ত চাপে
চাপা পড়ে যায় গভীর অন্তরালে
তবু ক্ষেত্র বিশেষে
অতর্কিতে জানান দিয়ে ওঠে
ঠেলে উঠতে চায় অদম্য আবেগে
বিস্ফোরণ ঘটাতে চায় সময়ের মাঝে ...

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

উষ্ণ বৈশাখে
কৌশিক শীল

চৈত্রের চাঁদিফাটা চড়া রোদ্দুরে
দিন কাটে ঘামে ভেজা শরীরে।
চড়ক সংক্রান্তির দিন অবসানে
সূচনা বৈশাখের নব আবাহনে।
কেয়া, বেলি, গন্ধরাজ, কনকচূড়া
বেগুনি জারুল, লাল কৃষ্ণচূড়া
সোনালু ফুল যেন স্বর্ণের ধারা
সুবাসে সৌরভে প্রকৃতি মাতোয়ারা।
রসনায় তৃপ্তি লিচু জামরুল
আম জাম কাঁঠালে মন উৎফুল।
সব মিলে বৈশাখ প্রাণের জোয়ার
উষ্ণ বরণে খুশির জোয়ার।

(বেলগাছিয়া, কল–৩৭)

ঘুমোতে দিও না
আরতি দে

ওকে ঘুমোতে দিও না, দেখতে দিও না দুঃস্বপ্ন
ঘুমোলেই ওর দুশ্চিন্তা গুলো
চোখের সামনে উঠবে ভেসে
খিদের বাটি যাদের হাতে তাদের সামনে রেখে
সভ্যতায় মিলাতে হবে চোখ, অপলক দৃষ্টি মেলে
ভোররাতের রেলগাড়ির হুইসল্ শোনাতে হবে ওদের
বসাতে হবে মধ্য কামরার জানালার ধারে।
এখনও শোনা যায় ঝড়ের গর্জন
দেখা যায় নদীর জল উথাল ঢেউ
নদীপাড়ে বাঁধ, জানালা দরজা বন্ধ ওকেই করতে হবে,
কারণ ও মানুষের জন্য মানুষ।
ওকে ঘুমোতে দিও না
পারো তো তুমিও উপোসি মানুষ দ্যাখো
ওদের চোখেই পাবে পৃথিবীর সমস্ত রঙ।

(শহীদ নগর, কলকাতা–৭৮)

বসন্ত কবে আসবে, বাসন্তী
পার্থ সারথি সরকার

ঝিরিঝিরি বাতাসে ধরে যায় নেশা
ঝিরিঝিরি প্রেম ছুঁয়ে যায় হৃদয়
কুহু কুহু ডাকে ভালোবাসা
এখনই ফুল ফোটার সময়
বসন্ত এসে গেল, বাসন্তী
পাতা ঝরার শব্দ এই বসন্ত প্রহরে
দুপুর গড়ায় চৈত্রের বেদনার প্রান্তরে
বাসন্তী তোমার কী পাখা দোলে না
তোমার কী হলুদ জাগে না
এখনো ঘুমিয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া
কবে লাল হবে কৃষ্ণচূড়া, বাসন্তী
বসন্ত কবে আসবে, বাসন্তী।

(হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২)

অবশেষে
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

কত বড় এ পৃথিবী বলো, কত তার অদেখা অচেনা
ছবিতে তাদের কিছু চিনি, কিছু জানি পড়ায় লেখায়
হৃদয়ের আগ্রহ নিয়ে প্রকৃতিকে ধরে রাখি দৃষ্টির সীমায়।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় চির–পথিক মানব–মন
পাহাড় সমুদ্রে ছুটে যায়, আমারও তেমনই সাধ হয়
আমিই আমার বাকি ইচ্ছেগুলো ভয়ের জঠরে
গোপনে লালন করি ,
উদাসীন ব্যর্থতায় প্রতিহত হতে থাকি।
তারপর একদিন হঠাৎই সুদুরের বাঁশি শুনি কানে,
নতুন করে মন কে লোভায়, ঘরে থাকা দায়
এই আমি আমাকে অবাক করে।
হিসেবে বসে না মন, লেন দেন লাভ ক্ষতি
এই সব নিয়ে মাতামাতি ভালোই লাগে না আর,
অর্থহীন মনে হয় বিগত সময়।
পথিকবন্ধু সাহস দিয়েছে, পেয়েছি সঙ্গ তার
বাধার পাথর সরিয়ে এগিয়ে ঘুচেছে মনের ভার।

(বেলগাছিয়া, কল–৩৭)

এমনই কিছু কথা
তীর্থঙ্কর সুমিত

কিছু কথা এমনই হয়
সময় কি অসময় —
পুরোনো সেতু বন্ধনে কত মুখ
নতুন হয়ে ওঠে
বিশ্বাসে মেলানো আংশিক কিছু কথা বদলে যায়
এটাই স্বাভাবিক
তবুও,
আশ্রয়হীন অনন্ত বিস্ময়
নতজানু হয়ে মিশে যায়
পরিপাটির সাগরে
আর তোমরা দেখো রূপকের অনন্ত সন্ধ্যে

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

পাল্টাপালা
মালতী প্রামাণিক

বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স
বাঙালী মেয়ের দীর্ঘ কেশ কৌশল
গৌরব গর্বের প্রতি আকর্ষণহীন
ব্যাঙাচির লেজের মত বিলুপ্ত হয়ে
মুখের কৌলিন্য, স্বাভাবিক গরিমা
বর্ণ প্রলেপের দ্বারা এনামেল করা
ঠোঁট দুটির সরল মাধুর্য গাঢ় —
লিপস্টিক লেপনে স্নিগ্ধ সারল্য উধাও
যা আজ না হলেই চলে না
চোখগুলিও নকল করে গড়া
মাথাকে আর লক্ষ্যে পড়ে না
নীরদ–নিন্দিত আঁখি পল্লবে
নিস্পৃহ সরলতা চোখে পড়ে না আর
মুখোশ আর মুখশ্রীর মধ্যে বেঁধেছে বিরোধ,
মানুষ সম্পদ আপদের অধীনস্থ
এতেই মানবকুল মনে প্রাণে উল্লসিত
ভোগ–জোয়ারের দুরন্ত দূর্ভোগের টান
ভাটার টানে হয়তো হৃদয় হবে আবেগবান।

(দঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

বসন্ত ফিরে গেছে
জয়ীতা মাইতি

সব বসন্ত রঙীন হয় না আর,
কিছু কিছু পলাশের পাপড়ি
আগুনও ছড়ায় বাতাসে —
সব শেষে এ অবেলায় ঘন কালো মেঘের
উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় —
"বসন্ত ফিরে গেছে"
পথিকের বুকে আজ বসন্ত তৃষ্ণা —
পলাশের রং লাগে ফিকে,
কোকিলের কুহু ডাক কর্কশ,
বহ্নিশিখার শীর্ষদ্যুতি লাগে হৃদয়ে
এখন একটু শীতলতা চাই।
রুক্ষ প্রান্তরে কোমলতায় আচ্ছাদিত
পলাশের মত॥

(মেহেরপুর, ঢোলাহাট, দঃ ২৪ পরগণা)

অনাবৃত
আব্দুল হান্নান

শান্ত বিকেল আকাশ নীল যাচ্ছে দেখা রঙ বাহারী
ছোট বড় কত রঙের ভেসে চলে মেঘের তরী
গায়ে লাগে মসৃণ হাওয়া হাল্কা শীতের পরশ ছোঁয়া
দুপুর রোদে মিটেল মাখা ফাঁকা পথে হাঁটি একা।
উদাস হাওয়ায় উজাড় করি আসা যাওয়ার হিসাব খুঁজে
পাখীর ডানায় বসে যেন নিতে কোথাও যাচ্ছি বুঝে
ভাবনাগুলি মেঘের মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে দূর সীমানায়
ধোঁয়ায় ধূসর আশার বাণী ঝরে–পড়া গাছের পাতায়॥

(তাঁতীরহাট মোড়, সীতাপামপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

আমার শহর ডায়মণ্ড হারবার
নীলরতন মণ্ডল

এ শহরের কোথায় আছে কোটো সুন্দরীর খাল
মহাবীরের চড়ায় বসে কোন সাহেব করত গালাগাল।
কোন সাহেব হাজিপুর–কে বানালো ডায়মণ্ড হারবার
বুদ্ধি খাটিয়ে আর গায়ের জোরে করল একচেটিয়া কারবার
নাড়কড়ি গাঁয়ের চৌধুরী বাড়ীর নাম কে করল লালবাটী
এখানকার হাটের বাগানে সতীদাহ হল–এ ঘটনা খাঁটি।
এ শহরের বুকে আছে শূলপানী খাট
হুগলীর কূলে আছে সাহেবদের বত্রিশ কপাট।
শহরের বুকে পড়ে আছে বিদেশীদের কেল্লা
এ সময় কেল্লা ফতে
আরো বেশ কিছু তত্ব চাপা রইল এই খাতে
আমার শহর ডায়মণ্ড হারবার, ছোট কিন্তু দেখতে সুন্দর,
ওরা বলেছিল এটা একটা বন্দর
বড়ই ছোট এই শহরের বহর,
এই শহর আবার সুন্দরবনের সদর॥

(ডায়মণ্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা)

উজ্জ্বলে কী প্রাণোজ্জ্বল
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

ছুটছে নর ছুটছে নারী, ছুটছে তাদের ছেলে
ছুটছে আরও অন্য লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা ফেলে
ছুটছে কেন এখান সেখান, ছুটছে কেন উজ্জ্বল মলে
ওখানে বুঝি সবই মেলে, মিষ্টি আদর করে বলে।
ছুটে যাও অন্যখানে, তুমি যাবে না তো ঠকে
সেখানে তুমি উষ্ণতা পাবে, যাবে না তুমি একটুও বকে।
পাবে তুমি প্রিয় কথা যার মধ্যে পাবে না ছল
দিকে দিকে গজিয়ে উঠছে আলো ঝলমল শপিং মল।

(বড়িশা, কলকাতা– ৮)

চির বিস্ময়
বিক্রমজিৎ ঘোষ

কোকিলের মধুর স্বর শুনে
মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি
আর বাগান থেকে ভেসে আসা তার
সুমধুর কণ্ঠস্বরটা শুনতে পাই —
শহরে অনেকদিন এরকম সুমধুর কণ্ঠস্বর
শুনতে পাইনি —
চির বিস্ময়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করি
চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকি কোকিলটার কাছে
ভাবি যেন সে ডাকছে তার প্রিয়াকে —
ধন্যবাদ জানাই তাকে
বহুদিন বাদে তার স্বর শুনে ।

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১১০১)

হোক বোধ দূষণ রোধ
সুন্দর কুমার মণ্ডল

পলিথিন যেথা সেথা আরও ফেলি পুকুরে
ভীষণ জোরে লাউড স্পীকার বাজে রাতদুপুরে
বাজি ফাটে দুমদাম, জোরে ঘোরে চরকি
পরিবেশ দূষণের বেড়ে চলে সড়কি ।
আশে পাশে ফেলা জিনিষ ছাই করি আগুনে
শীতটা হয় এলোমেলো থাকে সারা ফাগুনে
পরিবেশের ছয় ঋতু নেই ঠিক সময়ে
দূষণটা সবে মিলে এসো দিই কমিয়ে ।
ফেলা জিনিষ পোড়ানোটা এসো করি বন্ধ
পলিথিন বর্জন ছেলে বুড়ো অন্ধ ।

(নবগ্রাম–সিকিপুর, হাওড়া)

ফাগুন রঙে
শেফালী সরকার

বসন্ত আমায় ভাসিয়ে নিল নতুন করে আজ,
ফাল্গুনী এই দোল পূর্ণিমাতে পরেছি বসন্তেরই সাজ।
ভাসতে ভাসতে চেয়ে দেখি হাসি মুখে তুমি একাকি–
আমার কপোলে, ভালে যত্ন করে রঙ মাখালে–
মানলে না কোন বারণ–
তোমার ছোঁয়ায় লাজুক এ মন
হারিয়ে গেল রাই হয়ে যমুনারই জলে,
কানাই হয়ে বাজালে বাঁশি গেলাম রসাতলে।
চমক ভাঙতেই চেয়ে দেখি মধুর হাসি হেসে,
আবির ছুঁইয়ে মিলিয়ে গেলে বসন্ত বাতাসে॥

(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। লেখা পাঠান :– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

বাসন্তীতে বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৫ মার্চ সকালে বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর বাজার সংলগ্ন এলাকায় শুরু হল বসন্ত উৎসব। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ট্রাস্টের সভাপতি সুদীপ মাঝি ও সম্পাদক সুরঞ্জন সরদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী শিবাধীশানন্দ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রইচ আলি মোল্লা, দেবাশীষ বৈরাগী, মহেন্দ্র নাথ মাঝি, উৎপল সরদার জগন্নাথ রায়, প্রিয়োতোষ মণ্ডল, শুভঙ্কর সরদার সহ অন্যান্যরা। এদিন আরিব হাতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এলাকার প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বর্ষের এই বসন্ত উৎসবে এলাকার হিন্দু মুসলমান সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। যা সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন হয়ে ওঠে এই বসন্ত উৎসব।

ভাবতরঙ্গিনীর বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের হুগলি নদীর তীরবর্তী স্বদেশী মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হল ভাবতরঙ্গিনী নৃত্য প্রতিষ্ঠানের বসন্ত উৎসব। এই উৎসব ৮ম বর্ষে পদার্পণ করলো। উৎসব শুরু হয় গঙ্গারতির মাধ্যমে। এরপর ভাবতরঙ্গিনীর ছাত্রীরা একের পর এক নৃত্য পরিবেশন করে সকলের মনোরঞ্জন করেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার পরামানিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবছর বসন্ত উৎসবের মূল ভাবনা ছিল 'বাউল'। এই উৎসব দেখতে প্রচুর মানুষ স্বদেশী মেলার মাঠে ভিড় জমায়। সংগঠনের প্রধান শিক্ষিকা সেবন্তী হাজরা জানান, বর্তমানে ভাবতরঙ্গিনী নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। সকলের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আগামীদিনেও ভাব তরঙ্গিনী নৃত্য প্রতিষ্ঠান আরও সৃজনশীল কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে সার্ক কালচারাল সোসাইটি (ভারত)–র সহযোগিতায় গত ৭ ও ৮ মার্চ ব্যাপী দিনহাটার সোনারতরী অডিটোরিয়ামে বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত ৯ম বর্ষ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন সম্পন্ন হল। পশ্চিমবঙ্গের দূরদুরান্তের বিভিন্ন জেলা, দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন দুই শতাধিকেরও বেশি প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকরা।

অনলাইনেই আনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্যিক পবিত্র সরকার। উৎসবের সভাপতিত্ব করেন ময়নাগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ রাজদীপ্ত রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক প্রবাল কুমার বসু। প্রধান বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল কাফি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক রতন কুমার ঘোষ (অসলো/নরওয়ে), নিশিকান্ত সিনহা (ইসলামপুর/মালদা), কবি–লেখক ও চিত্রশিল্পী হরিশঙ্কর কুণ্ডু (কলকাতা), দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুল আওয়াল, কোচবিহার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ দেবনাথ, ইউ.বি.টি. এণ্ড ইভিনিং কলেজের অধ্যক্ষ অঙ্কিতা মুখার্জী, কবি মৃদুলা ভট্টাচার্য্য (শিলচর/আসাম), সার্ক কালচারাল সোসাইটির সভাপতি ডঃ অমল কান্তি রায়(ভারত), সহসভাপতি জগদীশ বিশ্বশর্মা(ভুটান) সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সংস্থার উৎসব সংখ্যা অঙ্গীকার পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। জীবনকৃতি সম্মান পান উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক রণজিৎ দেব, প্রমোদ নাথ, মিনতি দত্ত মিশ্র। শিক্ষাবিদ সম্মান পান বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য। পত্রিকা সম্পাদনা সম্মান পান শুভময় সরকার। সাহিত্যে নবীন কণ্ঠস্বর সম্মান পান সাহানুর হক।

এছাড়াও দুদিনের সাহিত্য সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনীতি, সাহিত্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতি, ও কাব্য সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য উঠে আসে। কবি ও লেখকরা স্বরচিত কবিতা পাঠ, গল্প ও অনুগল্প পাঠ, মননশীল আলোচনা আর সৃজনশীলতার এই মিলনমেলা দিনহাটার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়।

জাতীয় যুব উৎসবে বিশ্বভারতীর সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে অবস্থিত সত্যবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব উৎসবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। গত ১০–১৩ মার্চ পর্যন্ত চলা এই উৎসবে দেশের প্রায় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল বিভাগে অংশ নিয়ে একাধিক পদক জিতে নেয় বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরা। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতীর সংগীত ভবন, কলাভবন ও ভাষা ভবন থেকে মোট প্রায় ১৮ জন ছাত্রছাত্রী এই উৎসবে অংশ নেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য বিশ্বভারতীকে বিশেষভাবে গর্বিত করেছে।

মুখাভিনয় বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক জিতেছেন

সংগীত ভবনের আবীর পাল, দীপ সান্যাল ও ঋষিকেশ প্রামাণিক। এই দলে কলাভবনের শায়না সাউ, সুদিন মালিক এবং ভাষা ভবনের অর্জুন রায় ও শরণ্যা সেনও অংশ নেন। শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন বিভাগে সংগীত ভবনের বিশ্বজিৎ দাস দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্যপদক লাভ করেন। এছাড়াও পোস্টার অঙ্কন বিভাগে কলাভবনের ডিম্পিস্মিতা ঠাকুরিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মাটির মূর্তি নির্মাণ প্রতিযোগিতায় কলাভবনের স্মৃতি প্রামাণিক তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

ভারতীয় দলীয় সঙ্গীত বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন সংগীত ভবনের সুমনা মুখার্জি, সুমিতা দাস, শ্রেয়া সিংহ, তন্ময় পাল, বিশ্বজিৎ দাস, মনোজ মারান্ডি ও জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। পাশাপাশি পাশ্চাত্য একক সঙ্গীত বিভাগে সংগীত ভবনের নিবেদিতা দেবনাথ চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তাৎক্ষণিক চিত্রাঙ্কন বিভাগে কলাভবনের আকাশ কর্মকারও অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় স্তরের এই উৎসবে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যে বিশ্ববিদ্যালয় মহলসহ শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

সিনেমা 'বেইমান'

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি ইলোরা মাল্টিপ্লেক্সে ১৩ মার্চ থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলা সিনেমা 'বেইমান'। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন জামাল উদ্দিন। স্বর্গীয় কল্যান দত্ত–এর কাহিনী ও চিত্রনাট্যে নির্মিত এই সিনেমাটি ২০২৫ সালের ৩ জানুয়ারি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুক্তি পেয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে সুপারহিট হয়েছে।

নিজের জন্মস্থানে ছবিটি চলায় ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন পরিচালক জামাল উদ্দিন। তিনি জানান, 'সারা পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা চললেও আমি যতটা আনন্দ পাইনি, তার থেকেও বেশি আনন্দ পাচ্ছি আমার জন্মস্থান চম্পাহাটিতে এই সিনেমা চলায়। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় আমি এই ইলোরা সিনেমা হলে ৯০ পয়সার টিকিট কেটে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে আসতাম। আজ আমারই পরিচালনায় ও প্রযোজনায় তৈরি সিনেমা এখানে দেখানো হচ্ছে—এর থেকে বড় আনন্দ আর কিছু হতে পারে না।'

পরিচালক জামাল উদ্দিন ইতিমধ্যেই ৭ টি ভাষায় সিনেমা নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে তার একটি বড় প্রজেক্ট বাংলাদেশ–এ চলছে, যা খুব শিগগিরই দুর্গাপূজোর সময় মুক্তি পাওয়ার কথা।

সিনেমাতে অভিনয় করেছেন ঋত্বিকা সেন, জুনায়েদ খান, অনুরাধা রায়, সুপ্রিয় দত্ত, রাজা দত্ত, অভিক ভট্টাচার্য্য, গৌর সদ্দার, সোমা চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ স্মরণে

শ্রেয়সী ঘোষ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী আয়োজন করেছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ সংগীতের ১৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান। অধিবেশনটি বসেছিল আশুতোষ ভবনের ২১০ নম্বর ঘরে ১০ মার্চ দুপুরে। শুরুতেই সংস্থার সহ–সম্পাদিকা দীপান্বিতা সেন পরিবেশন করলেন বন্দে মাতরম গানটি। বন্দে মাতরম নিয়ে অনেক তথ্য জানালেন সংস্থার সভাপতি ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিন নতুন সভ্য হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মধুমিতা আচার্য। গানে, কথায় এবং কবিতায় যাঁরা এই দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. কৃষ্ণপদ দাস, ড. শেলী ভট্টাচার্য, ড. চিত্রা সরকার, যীশু দাস, স্বাগতা পাল, ঐন্দ্রিলা বসু, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বিভাস দে প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্টার ড. সমীর দাস এসে বক্তব্য রাখলেন। আড়াই ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ।

২২ তম পাঁচথুপী উদয়ন নাট্য উৎসব

অরিন্দম ভট্টাচার্য : ৭ ও ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হল ২২ তম পাঁচথুপী উদয়ন নাট্য উৎসব ২০২৬। ৭ মার্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা ও কবি মলয় ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কেশবচন্দ্র সাহা এবং বড়ঞা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক প্রতিমা রজক। উদ্বোধনী ভাষণে মলয় ঘোষ বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নাট্য নির্মাণ, প্রযোজনা এবং ওই সংক্রান্ত খরচ বহন করে এই ধরনের প্রত্যন্ত এলাকায় নাট্য উৎসবের আয়োজন করা যে কি দুঃসাধ্য কাজ সে কথা তিনি মনে প্রাণে অনুধাবন করেন ও এলাকার মানুষকে উদয়নের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র সাহা ও প্রতিমা রজক তাঁদের বক্তব্যে উদয়ন–এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং সব সময় পাশে থাকার কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রথমে পিন্ডিরা ইলোরা নাট্য দল প্রযোজিত নাটক 'ধরা পড়লো চোর' মঞ্চস্থ হয় (নাটক ও নির্মাণ মলয় ঘোষ)। এরপর উদয়ন প্রযোজিত নাটক 'গন্ধজালে' (নাটককার মনোজ মিত্র, সম্পাদনা ও প্রয়োগ উজ্জ্বল সাহা)।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৮ মার্চ রবিবার, প্রথমে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'মাসি'(নাটককার তাপস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা ও প্রয়োগ উজ্জ্বল সাহা)। এরপর রাত্রি ৮.৩০ মিনিটে মঞ্চস্থ হয় কাটোয়া অনুভাবের নাটক 'স্মৃতিধর স্যার'। নাট্য উৎসবের দু–দিনই দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। উৎসবে মঞ্চস্থ হওয়া নাটকগুলি দর্শকদের আনন্দ দেয়। সাফল্যের সাথে উদয়ন নাট্য উৎসব ২০২৬ সমাপ্ত হয়।

বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দ সংঘ ও শান্তিনিকেতন ড্যান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব হিন্দ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে। নাচে–গানে সকাল থেকেই বসন্ত আহ্বান করে নৃত্য সংগঠনের সদস্যরা। ছোট থেকে বড় সকলেই বিভিন্ন বসন্তের গানে নৃত্য পরিবেশনা করে। শান্তিনিকেতনের মতন এক প্রভাতফেরীর মাধ্যমে তালে তালে ভরিয়ে তোলে এলাকা। আট থেকে আশি এই বসন্ত উৎসবে চেতলার বুকে এক ছোট্ট শান্তিনিকেতনের আমেজ অনুভব করেছে বলে জানান।

আতশ কাচে

বাগানের ড্র

টানা ৪ ম্যাচ জয়ের পর আত্মবিশ্বাস নিয়েই বেঙ্গালুরু এফসি–র বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। লক্ষ্য ছিল 'পাঁচে পাঁচ'। কিন্তু একের পর এক নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল সের্জিও লোবেরার দলকে। ফলে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়াম থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হল সবুজ মেরুন শিবিরকে।

বাগানের পাঁচ

এআইএফএফের জুনিয়র ফুটবল লিগে আজ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৫–১ গোলে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমীকে হারিয়ে দিয়েছে। রাজদীপ পাল হ্যাটট্রিক সহ ৪টি গোল করেছে। অন্য গোলটি করেছে স্যামুয়েল লালরিনজুলা।

এনসিসি বেবি লিগ

ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। কিডস অন জি ফাইভের উপস্থাপনায় শুরু হচ্ছে এই বিশেষ টুর্নামেন্ট। শৈশব পর্যায়ে থেকে ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনায় এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য। এনসিসি ও মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট।

স্মৃতিই শীর্ষে

ভারতের স্মৃতি মান্ধানা মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। ৭৯০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন স্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট ৭৮২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। ভারত অধিনায়ক এক ধাপ উঠে সপ্তম স্থানে রয়েছেন। প্রথম দশে আর কোনো ভারতীয় ব্যাটার নেই। মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে বোলারদের ক্রমতালিকায় দীপ্তি শর্মা দশম স্থানে রয়েছেন।

ভারতীয় নেই

আইসিসি ফেব্রুয়ারির মাসের সেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে টি–২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের কোনো ক্রিকেটারের নাম নেই। সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন পাকিস্তানের শাহিবজাদা ফারহান, ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাডলে ফান শকউইক।

কলকাতায় টেনিস

অস্ট্রেলিয়ার ফিলিপ সেকুলিচ আইটিএফ এম২৫ ওয়ার্ল্ড রাঙ্কিং টেনিসে বিজয়ী হয়েছেন। সল্টলেকের বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে ফাইনালে সেকুলিচ ৬–১,৭–৬ ভারতের করণ সিংকে পরাজিত করেন। সেকুলিচ ২৫ এটিপি পয়েন্ট পেয়েছেন। করণ পেয়েছেন ১৪ পয়েন্ট।

চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হোম ম্যাচগুলি এবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হবে। কর্নাটক সরকার আইপিএলের ম্যাচ আয়োজনের চূড়ান্ত অনুমতি দিয়েছে। স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা এবং প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য কর্ণাটক সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছেন।

নতুন জার্সি

কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের নতুন জার্সি উন্মোচন হয়েছে। আইপিএলে তাদের সেরা পারফরম্যান্সের মুহূর্ত উপর ভিত্তি করে নতুন জার্সি করা হয়েছে। জার্সির নকশা করা হয়েছে লাইন্স অফ লিগেসি এই থিমের উপর। কেকেআরের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, স্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে জার্সির মধ্যেই এই সুতোয় বেঁধে রাখা হয়েছে, যাতে সমর্থকরা সেই জার্সি পরে দলের ইতিহাস বহন করতে পারে।

বিমানে টিকিট না পেয়ে ট্রেনেই ফেরেন ছদ্মবেশে

সুমনা মণ্ডল: বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাসে যখন দেশ মাতোয়ারা, অনেক ক্রিকেটারই যখন সেলিব্রেশনে ব্যস্ত, তখন কিন্তু ভারতীয় অলরাউন্ডার শিবম দুবে যেন অন্য পথ বেছে নেন। ট্রফি জয়ের উচ্ছ্বাসের মাঝেও তাঁর মনে ছিল একটাই টান, ঘরে ফেরা। পরিবারের কাছে ফেরা। আর সেই ফেরাটাও ছিল একেবারে সিনেমার গল্পের মতো।

আমেদাবাদ থেকে মুম্বই ফেরার কোনও বিমানের টিকিট পাওয়া যায়নি। অনেকেই হলে হয়তো অপেক্ষা করতেন, অথবা চার্টার্ড ফ্লাইট খুঁজে নিতেন। কিন্তু দুবে অপেক্ষা করেননি। মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, ফুলহাতা জার্সি পরে কার্যত ছদ্মবেশে তিনি স্ত্রী ও এক বন্ধুকে নিয়ে উঠে পড়লেন ট্রেনের থার্ড এসি কামরায়। ভোর ৫টা ১০–এর ট্রেন। ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। গাড়িতে বসে অপেক্ষা, ট্রেন ছাড়ার ৫ মিনিট আগে চুপচাপ উঠে পড়া – সব মিলিয়ে যেন নিঃশব্দ এক যাত্রা বিশ্বজয়ী নায়কের। ট্রেনে উঠে সোজা উপরের বার্থে চলে গিয়েছিলেন তিনি। যাত্রাপথে কেউ তাঁকে চিনতেও পারেননি। এমনকি টিকিট পরীক্ষক নাম দেখে সন্দেহ করলেও পরিস্থিতি সামলে দেন তাঁর স্ত্রী। ফলে গোটা পথটাই কেটে যায় সাধারণ এক যাত্রীর মতোই।

কিন্তু এই গল্পের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তটা ঘটেছিল বাড়ি ফিরে।

মুম্বইয়ে পৌঁছে, সব কোলাহল থেকে দূরে, শিবম দুবে একটি ছবি পোস্ট করেন সমাজ মাধ্যমে। সেখানে দেখা যায়–তিনি নিজের বিশ্বকাপ জয়ের মেডেলটা পরিয়ে দিচ্ছেন বাবার গলায়। ছবির ক্যাপশনে লেখা, 'তুমিই আমার আসল নায়ক'। সেই এক মুহূর্তেই যেন বোঝা গেল, বিশ্বজয়ের উজ্জ্বলতার আড়ালে একজন ছেলের হৃদয়ের জায়গাটা কোথায়। টি–২০ বিশ্বকাপে দুবের অবদানও কম নয়। ৯ ম্যাচে ২৩৫ রান, স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৭০। ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ব্যাটে গুরুত্বপূর্ণ রান, বল হাতে ৫ উইকেট, এমনকি সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ওভারও তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্বও পালন করেছেন ঠাণ্ডা মাথায়।

তবু ক্রিকেটের পরিসংখ্যানের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে তাঁর সেই সহজ, মানবিক মুহূর্তগুলো। ট্রেনের থার্ড এসিতে নিঃশব্দ যাত্রা, আর বাড়ি ফিরে বাবার গলায় বিশ্বজয়ের মেডেল তুলে দেওয়া। হয়তো এটাই আসল নায়কোচিত কাজ। মাঠে বিশ্বকাপ জেতা যায়, কিন্তু মানুষের মন জেতা যায় এই ছোট ছোট মুহূর্তেই।

পূর্ব মেদিনীপুরে সারা বাংলা যোগাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব মেদিনীপুরের অমর শ্রী রঘুনাথ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একদিনের সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা। অংশ নিয়েছিল ৩০৩ জন প্রতিযোগী। মোট ১১টি বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা প্রদর্শন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় প্রতিযোগিতারা অংশ নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফিজিক্যাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিভা খুঁজে পেতে এই যোগাসন প্রতিযোগীতার আয়োজন।

চৈতন্য স্টেডিয়াম ঘিরে খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোনও এলাকায় খেলাধুলার উন্নতির জন্য একটা ঝাঁ চকচকে স্টেডিয়াম যদি থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বয়ে যায় ক্রীড়ামহলে। শহরাঞ্চলে ছোট–বড়ো স্টেডিয়াম দেখাই যায় কিন্তু, মফস্বল কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় স্টেডিয়াম থাকাটা কার্যত সুখস্বপ্নের সমতুল। তবে, এরকমই 'সুখস্বপ্ন' ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ পাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুরে। এখানকার সুবিশাল ক্রীড়াঙ্গনকে কেন্দ্র করে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগেই। বহুমুখী

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দফায় দফায় সেই কাজ চলছে। সেই নির্মীয়মাণ স্টেডিয়ামের প্রথম দফার কাজ ইতিমধ্যেই যথাযথভাবে শেষ হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সেইসঙ্গে দ্বিতীয় দফার কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ১৫ মার্চ সকালে স্বপন দেবনাথ তাঁর নির্বাচনী এলাকার একটি ঢালাই রাস্তার পাশাপাশি নির্মীয়মাণ স্টেডিয়ামটিরও কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। স্টেডিয়াম চত্বরেই দাঁড়িয়েই তিনি উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা তথা ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজনের উদ্দেশে গ্রামীণ এলাকার খেলাধুলার উন্নতিতে রাজ্য সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গিত এই স্টেডিয়ামটির প্রসঙ্গে স্বপন দেবনাথ বলেন, প্রথম দফার কাজের জন্য বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সুনীলকুমার মণ্ডলের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ খরচ করা হয়েছে। এবার পরবর্তী পর্যায়ের কাজের জন্য বর্তমান সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকারও এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁর এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকায় স্টেডিয়াম চত্বরে গেট সহ শৌচাগার, বসার জায়গা, খেলোয়াড়দের জন্য ড্রেসিংরুম, গেস্টহাউস প্রভৃতি তৈরি করা হবে। অন্যদিকে, এদিনই রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী কালনা শহর সরগরম হয় উঠেছিল। স্থানীয় একটি যোগ সেন্টার কালনা শহরের পুরশ্রী মঞ্চে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আয়োজিত উক্ত প্রতিযোগিতায় ১৭টি জেলার মোট ৮৪৮ জন বয়স ভিত্তিক ১৪টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিদায়ী বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সমাজসেবী সুশীলকুমার মিশ্র প্রমুখ। আয়োজক সংস্থার পক্ষে অসীম দফাদার জানিয়েছেন, শুভাকাঙ্খীদের উপস্থিতিতে এবারে তাদের ৯ম বর্ষ রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতাটি জমজমাট হয়ে ওঠে।

বাওয়ালিতে ঐতিহ্যবাহী ইউ কে মণ্ডল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালি ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের প্রবর্তিত ইউকে মণ্ডল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট। পরিচালনায় বাওয়ালি ফুটবল ক্লাব। প্রসঙ্গত, এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অত্যন্ত প্রাচীন। ১৯২৮ সালে বাওয়ালি মণ্ডল জমিদার উপেন্দ্রকিশোর মণ্ডল এই টুর্নামেন্ট শুরু করেন। এক সময়ে এই টুর্নামেন্টে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মোহামেডানের মত দল অংশগ্রহণ করেছিল। পদ্মশ্রী ফুটবলার শৈলেন মান্না এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন। বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের পূর্বতন চেয়ারম্যান অরুণ মণ্ডল এই টুর্নামেন্টকে আরো উজ্জ্বল করেছিলেন। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এবছর আবার সেই টুর্নামেন্ট চালু হয়েছিল। ৮টি দলের মধ্যে খেলা চলার পর চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে কেজিএন ট্রান্সপোর্ট চড়িয়াল এবং ঠাকুরপুকুর ফুটবল কোচিং সেন্টার। ২–১ গোলে জয়ী হয় কেজিএন ট্রান্সপোর্ট চড়িয়াল। রানার্স কাপটি বিকে মণ্ডল কাপ নামে পরিচিত যেটি বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডলের নামে নিবেদিত। এদিন ফুটবল খেলা দেখতে হাজার হাজার মানুষ বাওয়ালি ফুটবল মাঠে ভিড় জমান। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দন্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তরুণ রায়, সুদেশ মাঝি প্রমুখ। ক্লাবের সভাপতি কার্তিক রঞ্জ এবং সম্পাদক রাধামোহন দাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জঘন্য ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাচের আগেই যেন ফোকাস নড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব কর্তাদের দিকেই ইঙ্গিত করে সুর চড়িয়েছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। বিতর্কের মধ্যেই মাঠে নামে লাল হলুদ। আর শেষ পর্যন্ত ফলও হয় হতাশাজনক। এগিয়ে থেকেও যোগ করা সময়ে গোল খেয়ে ১–১ ড্র করতে হল ইস্টবেঙ্গলকে।

সব থেকে বেশি আলোচনায় উঠে এল গ্যালারির প্রতিক্রিয়া। ম্যাচের শেষদিকে ছন্নছাড়া ফুটবলে ক্ষুব্ধ সমর্থকদের একাংশ ক্ষোভে গ্যালারি থেকে তুললেন 'অস্কার গো ব্যাক' স্লোগান। টানা ৩ ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে আইএসএলে আরও চাপে পড়ে গেল লাল হলুদ শিবির।

ম্যাচের শুরুটা আশাব্যঞ্জক ছিল ইস্টবেঙ্গলের জন্য। ৯ মিনিটে বক্সের মধ্যে এডমন্ডকে ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়ে নিখুঁত শটে ১ গোলে দলকে এগিয়ে দেন ইউসুফ এজ্জেজারি। প্রথমার্ধে আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি হলেও ব্যবধান বাড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ যত এগিয়েছে, ততই ছন্দ হারিয়েছে ব্রুজোর দল। বিশেষ করে শেষ কোয়ার্টারে রক্ষণভাগে দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় কেরালা ব্লাস্টার্স। যোগ করা সময়ে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের ভুলে ফ্রি হেড থেকে গোল করে সমতা ফেরান আজহারুদ্দিন আজমল। সেই গোলেই হাতছাড়া হয় জয়। গ্যালারিতে তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েন সমর্থকরা। ম্যাচ শেষে ব্রুজো অবশ্য সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াকে অস্বাভাবিক বলে মানতে চাননি। তাঁর কথায়, সমর্থকদের হতাশা প্রকাশের অধিকার আছে।

তবে ক্লাবের অন্দরে চাপ যে বাড়ছে, তা স্পষ্ট। ম্যাচের পর শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার সরাসরি বলেন, 'এত জঘন্য ফুটবল চোখে দেখা যায় না।' যদিও কোচ বদলের প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য, অস্কারকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের হাতে নেই। ফলে ড্রয়ের হতাশা আর কোচকে ঘিরে বিতর্ক–দুয়ের মাঝেই আরও অনিশ্চয়তার দিকে এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল শিবির।

রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালনা শহরে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা। নবম বর্ষে পদার্পণ করা এই প্রতিযোগিতা যোগ প্রতিযোগী, যোগ প্রশিক্ষক, যোগ প্রেমী এবং যোগ জগতের শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল মিশ্র, কালনা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ভোলানাথ চক্রবর্তী, কালনা চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক অমরজ্যোতি কুন্ডু সহ বিশিষ্টজনেরা। কালনা শহরের পুরশ্রী মঞ্চে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৭ টি জেলার ৮৪৮ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী। বয়স ভিত্তিক ১৪টি বিভাগে তারা তাদের পারফরম্যান্স তুলে ধরেন। কালনা যোগ ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতায় জুনিয়রদের ৬ টি বিভাগে ২৫ টি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। সিনিয়রদের ৮ টি বিভাগে ১০টি করে পুরস্কার দেওয়া হয় বলে জানান সংস্থার সম্পাদক অসীম দফাদার।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে আরও একটি প্রতিযোগিতা হয় পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয় হাওড়ার সৌনাভ হাজরা, রানার্স হয় নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রিপাঞ্জন বিশ্বাস। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয় পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জের অহনা রায়, রানার্স হয় নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বর্ষা ভক্ত। সম্পাদক অসীম দফাদার বলেন, এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে বিচারকরা এসেছিলেন। যে সমস্ত প্রতিযোগীরা বহু দূর থেকে আগের দিন এসেছেন তাদের সংস্থার পক্ষ থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিন মোট ১৪ টি বিভাগে ২৪০ টি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সৌন্দর্য্যায়নের গেরোয় লাটে উঠেছে ফুটবল অনুশীলন

মলয় সুর : চুঁচুড়ার মাঠগুলিতে এক ঝাঁক ফুটবলার সকালে ও বিকালে প্রতিদিন অনুশীলন করত, বর্তমানে দুটি বড় মাঠেই উঁচু তারের ফেন্সিং লাগানো হয়েছে যাতে জুনিয়র থেকে সিনিয়রদের অনুশীলন করার ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই মাঠ থেকেই একসময় একের পর এক প্রতিভাবান ফুটবলাররা কলকাতার ময়দানে পরিচিতি পেয়েছেন, স্বরূপ দাস, প্রয়াত কিংবদন্তী শিল্পী ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, অনীত ঘোষ, গোলকিপার তনুময় বসু, সত্তর এর দশকের ফুটবলার বিভাস সরকার, সুব্রত ঘোষ প্রমুখরা। এছাড়া বাংলার ক্রিকেটার অর্নব নন্দী। আর এই সকল ফুটবলারদের তুলে আনার পিছনে মূল কান্ডারী হিসাবে যাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন শংকর ঘোষ, অশ্বিনী বরাট (ভোলাদা), ক্রিকেট কোচ পাকু শীল। আর এই সকল ফুটবলারদের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের টানে বছরের পর বছর এভাবেই এই মাঠগুলিতে অনুশীলন চালিয়ে গেছেন, লক্ষ্য একটাই ছিল

ময়দানের তিন প্রধান ক্লাব, বাংলা দল ও ইন্ডিয়া টিমের জার্সি তাঁদের গায়ে ওঠে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা সফল হয়েছেন। এই মাঠগুলিকে জেলখানার মতো মোটা তারের নেট দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক অসিত মজুমদার। এই ব্যাপারে চুঁচুড়া মাঠ সম্পর্কে বহু মানুষের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রদীপ দত্ত ও মণীষ শীল বলেন, মাঠ ঘিরে শুধু সৌন্দর্য বাড়ালেই হবে না, সেটা যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হয় সেটা দেখতে হবে। মাঠে আগামীদিনে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা প্র্যাকটিস করার সুযোগ ঘটে। যদিও এ ব্যাপারে বিধায়কের কোনো হেলদোল নেই। সেই মতো আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়ার মাঠ নিয়ে ভোটের ইস্যু দেখা দিতে পারে।

মন জয় করে নিল আফ্রিকা একাদশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় আফ্রিকা একাদশ মাতিয়ে দিয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরকে। ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে দাঁইহাট হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই খেলায় আফ্রিকা একাদশ ৩–২ গোলের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয়। দাঁইহাট ফুটবল অ্যাকাডেমির ২০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্থাটি আফ্রিকা মহাদেশের ফুটবলারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই ফুটবলারগণ কলকাতার প্রখ্যাত ক্লাবগুলিতে নিয়মিত খেলছেন। তাঁদের পাশাপাশি রাজ্যের বিশিষ্ট কয়েকজন ফুটবলারও এদিন দাঁইহাট ফুটবল অ্যাকাডেমির তরফে খেলতে নেমেছিলেন। এই খেলায় আফ্রিকা একাদশের হয়ে মাঠে নামেন ইনোসেন্ট, ডেভিড, জেমস, ইব্রাহিম, বাজ্জো, জাস্টিস, চিবু, রোক্কো, অস্টিন, অ্যান্সলেম, অ্যাডেলাজা, হেনরি, রিচার্ড, মার্টিন। অন্যদিকে দাঁইহাট ফুটবল অ্যাকাডেমির পক্ষে খেলেছিলেন সুব্রত, দীপক, কিংশুক, স্নেহাশিস, সুজাউদ্দিন, বাপি, রাম, পঙ্কজ, মৃত্যুঞ্জয়, আকাশ, রফিক। খেলা পরিচালনা করেন ফিফা রেফারি তন্ময় ধর এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন শুভজিৎ সামন্ত, মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং পলাশ গাইন। এদিন প্রথমার্ধে ২–১ গোলে এগিয়ে ছিল আফ্রিকা একাদশ। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষ ১টি গোল দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আফ্রিকা একাদশ আরও একটি গোল দেয়। এদিন চ্যাম্পিয়ন দলের পক্ষে গোলগুলি করেন বাজ্জো, অ্যাডেলাজা এবং চিবু। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষের ২টি গোল

করেন রাম মালিক এবং পঙ্কজ মণ্ডলা। সমগ্র খেলাটির ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নদিয়া জেলার রানাঘাটের বাসিন্দা নির্মাল্য দে। বিজয়ী এবং বিজিত দলকে ট্রফি সহ যথাক্রমে ৩০ হাজার টাকা এবং ২৫ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন খেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলাকার পঁয়তাল্লিশোর্ধ শতাধিক প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়কে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দাঁইহাটের পুর চেয়ারম্যান সমর সাহা সহ পুরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলরগণ, দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোহর দাস, মঙ্গলকোটের প্রবীণ ক্রীড়া সংগঠক বিকাশ নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। দাঁইহাট ফুটবল অ্যাকাডেমির সম্পাদক লাল্টু রায় বলেন, 'দেশ–বিদেশের নামি ফুটবলাররা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষণিকের খেলায় যেভাবে সকলকে মাতিয়ে দিয়ে গেলেন তাতে আমরা ধন্য। তাঁদের এই ভালোবাসায় দাঁইহাটবাসী আপ্লুত। তাছাড়াও আমাদের খেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যও সকলের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা।'

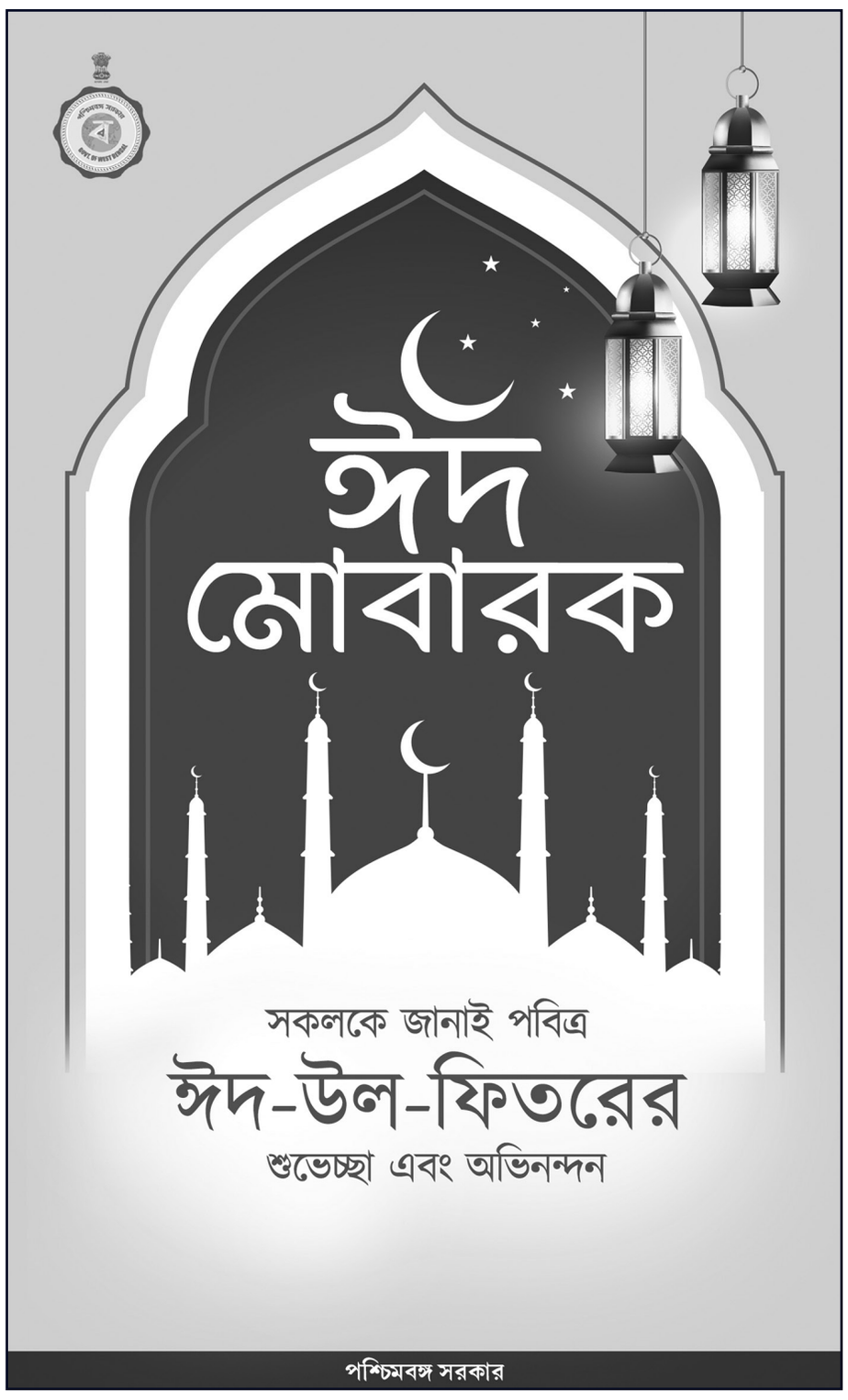

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com